CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-236 ■ 6 June, 2025 ■ আগরতলা ৬ জুন, ২০২৫ ইং ■ ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জম্মু-কাশ্মীরে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিলের পর থেকে ঘটছে রূপান্তরমূলক উন্নয়ন ঃ প্রধানমন্ত্রী

শ্রীনগর, ৫ জুন।। জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল হওয়ার পর অঞ্চলটিতে একের পর এক রূপান্তরমূলক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি জম্মু অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিকাঠামো এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জম্মুতে নতুন অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (জ্জজ্জঞ্ছ) এবং জগতি অঞ্চলে ভারতীয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (জ্জজ্জঞ্ঞ)-এর নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি, জম্মু বিমানবন্দরে ৪০ হাজার বর্গমিটার জায়গার ওপর নির্মিতব্য নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়।

পরিবহণ খাতে, প্রধানমন্ত্রী মোদী জম্মু ও কাশ্মীরে একাধিক রেল প্রকল্পের সূচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে বানিহাল-খাড়ি-সুম্বার-সাঙ্গলদান রুটে নতুন ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ, এবং ১৮৫ কিমি দীর্ঘ বারামুল্লা-শ্রীনগর-বানিহাল-সাঙ্গলদান রুটের বিদ্যুতায়ন।

এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর উপত্যকার প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবার শুভ সূচনা করেন। এই পরিষেবা সাঙ্গলদান ও বারামুল্লা স্টেশনের মধ্যে চালু হয়েছে, যা উপত্যকায় পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও টেকসই ও আধুনিক করে তুলবে।সরকারি সূত্র অনুযায়ী, এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে এবং এর ফলে অঞ্চলটির সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হবে।

জম্মু ও কাশ্মীরে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য ৪৬,০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের একটি রূপরেখা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যা এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী'র জম্মু ও কাশ্মীরে সফরের আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু আইকনিক রেল সেতু, চেনাব সেতুর ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখেছেন। শ্রী মোদী উল্লেখ করেছেন, চেনাব রেল সেতু জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত করবে। তিনি আরও বলেছেন, উধমপুর-শ্রীনগর- বারামুল্লা রেল সংযোগ প্রকল্পটি সমস্ত-আবহাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করবে এবং শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা এবং শ্রীনগরের মধ্যে বন্দে ভারত ট্রেন চালু হলে আধ্যাত্মিক পর্যটন বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর এক্স থ্রেড পোস্টের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন; 'আগামীকাল, ৬ জুন জম্মু ও কাশ্মীরের আমার বোন ও ভাইদের জন্য সত্যিই একটি বিশেষ দিন। ৪৬,০০০ কোটি টাকার গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করা হচ্ছে যা মানুষের জীবনে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।' স্থাপত্যের এক অসাধারণ কীর্তি ছাড়াও, চেনাব রেল সেতু জম্মু এবং শ্রীনগরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে। চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ডে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ পুলিশের জালে এক রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ জুন।। কৈলাসহর ধলিয়ারকান্দি ৫নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে এক রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করেছে ইরানি থানার পুলিশ। কৈলাসহর ইরানি থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে কৈলাসহর ধলিয়ারকান্দি ৫ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে এক রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করেছে।

এব্যাপারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার জানান যে নুর মোস্তফা ২০১৯ সালে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং সে হায়দ্রাবাদে থাকতো। সেখানে সে কাজ করত। বিগত কিছুদিন পূর্বে ভারতের কয়েকজন দালালের সাথে তার কথা হয়। এরপর সে কৈলাসহর ইরানি থানার অধীনে ধলিয়ারকান্দি ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল ওয়াহিদ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সে সিদ্ধান্ত নেয় যে অবৈধভাবে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে যাবে।

এই খবর ইরানি থানার পুলিশের কাছে আসার পর বুধবার রাত্রিবেলা আব্দুল ওয়াহিদের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালায় ইরানী থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে নুর মোস্তফা নামে ওই রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে। পাশাপাশি বাড়ির মালিক আব্দুল ওয়াহিদেকেও গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে ইরানি থানার পুলিশ। মামলাটির নম্বর হলো ১৭/২৫ পাশাপাশি। দুজনকে বৃহস্পতিবার বিকেলবেলা ইরানি থানার পুলিশ কৈলাসহর জেলা দায়রা আদালতে প্রেরণ করে।

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নয়াদিল্লিতে তাঁর সরকারি বাস ভবনে একটি চারা গাছ রোপন করছেন।

গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে

জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের, ময়দানে হিন্দু সেনাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ জুন ।। আসন্ন বকরি ঈদকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য গো-হত্যার প্রতিবাদে আজ ধর্মনগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (বিএইচপি)-এর উত্তর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে একটি মেমোরান্ডাম পেশ করা হয় উত্তর জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দন-এর নিকট। এদিকে, বকরি ঈদকে কেন্দ্র করে গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সনাতনী হিন্দু সেনা।

মেমোরান্ডামে পরিষদের পক্ষ থেকে জোরালোভাবে দাবি জানানো হয়েছে, ধর্মীয় উৎসব পালনের নামে যেন কোনো ভাবেই গরু হত্যা না হয় এবং প্রশাসন যেন এই বিষয়ে যথাযথ ও কঠোর নজরদারি চালায়। পরিষদের মতে, গরু হিন্দু সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এক পবিত্র প্রাণী। ফলে গরু হত্যা শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনে না, বরং তা সামাজিক অশান্তিরও কারণ হয়ে উঠতে পারে। এই কর্মসূচিতে পরিষদের উত্তর জেলা কমিটির নেতৃত্বে জেলার বিভিন্ন শাখার গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল উত্তর জেলার পুলিশ সুপার শ্রী অভিনাশ রাই-এর কাছেও একটি পৃথক মেমোরান্ডাম প্রদান করেন। সেখানে পুলিশ প্রশাসনের উদ্দেশে আহ্বান জানানো হয়, জেলার বিভিন্ন এলাকায় যেন গো-হত্যা রোধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। পরিষদের এই দাবির প্রেক্ষিতে এখন প্রশাসনের কী প্রতিক্রিয়া হয়,☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস সচেতনতায় রাস্তায় প্লেকার্ড হাতে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে সাধারণ মানুষ সহ সরকারকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্লেকার্ড কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এদিন পোস্ট অফিস চৌমুহনি এলাকায় ওই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ,পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

মূলত, প্লে কার্ডে পরিবেশকে নির্মুল রাখতে বিভিন্ন স্লোগান ব্যবহার☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪২ কেজি গাঁজা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ জুন ।। ফের একবার গোপন খবরের ভিত্তিতে নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেলে বিএসএফ ৪১ নং বাহিনী এবং সোনামুড়া থানার পুলিশ বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে মজুদ রাখা প্যাকেট করা ২১ টি প্যাকেটে ৪২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয় সোনামুড়া থানাধীন ইউএনসি নগর এর ফকিরাদোলা এলাকার নবীর হোসেনের বাড়ি থেকে। বিএসএফের কাছে একটি খবর আছে যে নবীর হোসেন তার বাড়িতে পাচার করার উদ্দেশ্যে কিছু গাঁজা এবং অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবছর জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত রাজ্যে ৫৭৮ কোটি টাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। সন্ত্রাসবাদ হলো মানবতার শত্রু। আমাদের লক্ষ্য সন্ত্রাসবাদকে নির্মুল করা। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বার্তা দিয়েছেন। এই অপারেশনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের ৯টি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, টেরর ও ট্রেড একসাথে চলতে পারে না। সন্ত্রাসবাদকে কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা যাবে না। তারই জানান দেওয়া হয়েছে। কুমারঘাটের গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে আজ ১৫টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়াম থেকে ভার্চুয়ালি প্রায় ২৬ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা প্রস্তাবিত ব্যয়ের ৫টি প্রকল্পের শিলান্যাস ও ১০টি প্রকল্পের উদ্বোধনী☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা মারাত্মক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি ঃ এআইএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চরম প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও সময়মতো পদক্ষেপের অভাবে শত শত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হওয়ার মুখে। আজ সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী জুলাই মাস নাগাদ ভর্তি প্রক্রিয়া ও নতুন স্নাতকোত্তর শ্রেণির সূচনা হওয়ার কথা থাকলেও, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলোর বর্ত সেমেস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়নি। এই অস্বাভাবিক বিলম্ব একটি গুরুতর প্রতিষ্ঠানগত ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি এবং এতে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়েছে। এআইএসএফ মনে করে এটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক ত্রুটি নয় বরং শিক্ষার মৌলিক অধিকারের উপর আঘাত আনার সামষ্টিক উদাহরণ। প্রতিষ্ঠানগত ব্যর্থতার জন্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর বনাঞ্চল রয়েছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যবাসীকেও এই বনাঞ্চলকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আজ রাজভবনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। রাজভবনের সচিব ইউ কে চাকমা সহ অন্যান্য অতিথিগণও এ উপলক্ষে বৃক্ষরোপন করেন।

রাজ্যপাল বলেন, বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ বড় শহরগুলি বিভিন্ন ধরণের দূষণের শিকার। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা অনেকটাই ভাল। এই পরিস্থিতি বজায় রাখতে হলে রাজ্যবাসীকেও ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করতে আবশ্যকীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাট, কাগজ জাতীয় ব্যাগের ব্যবহারে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ফের করোনার সংক্রমণে বৃদ্ধি, ২৪ ঘণ্টায় ৭ জনের মৃত্যু, মোট আক্রান্ত ৪৮৬৬

নয়াদিল্লি, ৫ জুন।। দেশে বেড়েই চলেছে করোনার সংক্রমণের গতি। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ৫৬৪ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এর ফলে দেশে মোট সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৮৬৬ জনে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বৃহস্পতিবার সকালের বুলেটিনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে আরও সাতজনের। এই সাতজনের মধ্যে মহারাষ্ট্রে তিনজন, দিল্লি ও কর্ণাটকে দু'জন করে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মৃতদের মধ্যে ছয়জনই প্রবীণ নাগরিক ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও নিউমোনিয়ার মতো সহ-অসুস্থতা ছিল। এছাড়া মারা যাওয়া এক শিশু মাত্র পাঁচ মাসের, যার আগে থেকেই শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা ছিল।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, কেরালা এখনও সর্বাধিক সক্রিয় করোনা রোগীর রাজ্য, যেখানে ১৪৮৭ জন সংক্রমিত। এরপরেই আছে দিল্লি (৫৬২), মহারাষ্ট্র (৫২৬), পশ্চিমবঙ্গ(৫৩৮), গুজরাট (৫০৮), কর্ণাটক (৪৩৬), তামিলনাড়ু (২১৩), উত্তর প্রদেশ (১৯৮), রাজস্থান (১০৩), হরিয়ানা (৬৩), অন্ধ্র প্রদেশ (৫০), বিহার (৩১), মধ্য প্রদেশ (৩০), ছত্তিসগড় (১৯), ওড়িশা (১৮), পুদুচেরি (১৭), পাঞ্জাব(১৬), সিকিম (৯), গোয়া (৮), অসম (৮), ঝাড়খন্ড (৮), উত্তরাখণ্ড (৬), জম্মু ও কাশ্মীর (৫), তেলেঙ্গানা (৩), চন্ডিগড়(১), হিমাচল প্রদেশ এবং মিজোরাম (১)। তবে, এখনও পর্যন্ত সিকিম, লাদাখ, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, দাদরা নগর হাভেলি ও দমন এবং দিও, আন্দামান-নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপ এবং অরুণাচল প্রদেশ-এ একজনও করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেনি।

স্বাস্থ্যের সাম্প্রতিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে ২ ও ৩ জুন স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিজিএইচএস ডা. সুনীতা শর্মার নেতৃত্বে একাধিক কারিগরি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেল, ইএমআর সেল, এনসিডিসি, আইসিএমআর, আইডিএসপি, দিল্লির কেন্দ্রীয় হাসপাতাল এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন সংক্রমিতদের মধ্যে অধিকাংশই হালকা উপসর্গযুক্ত এবং তাঁরা গৃহবন্দী থেকেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার বেহাল দশা, প্রতিবাদে সোনামুড়া খেদাবাড়িতে ওএনজিসি অফিসে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। সড়ক সংস্কারের দাবিতে ওএনজিসি -র মূল ফটকে তালায় ঝুলালো গ্রামবাসী। ওই ঘটনায় সোনামুড়া থানা দিন নলছড় ব্লকের অন্তর্গত খেদাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অতিসত্বর রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হলপ আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন গ্রামবাসী।

গ্রামবাসীদের অভিমত, ওএনজিসি-র কোন এক ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার সময় খেদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নাম্বার ওয়ার্ডের রাস্তাটি খারাপ হয়ে যায়। পরে দীর্ঘদিন ওএনজিসি কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জানিয়ে কোন প্রকার সমাধান হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আজ ওএনজিসি গেইটে তালা ঝুলিয়ে দেয় গ্রামবাসীরা।

গ্রামবাসীরা আরো জানায়, ওএনজিসি নতুন যে আধিকারিক এসেছেন তিনি নাকি বলেছেন গ্রামবাসীদের তরফ থেকে পূর্বে দেওয়ার ডেপুটেশন গুলির স্মারক লিপি তাদের কাছে নেই তারা সেগুলি খুঁজে দেখবেন এবং পুনরায় গ্রামবাসীদের তরফ থেকে দেওয়া ডেপুটেশনে র বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেবেন যেন দ্রুত তাদের সমস্যার সমাধান করা যায়। তাই তারা আগামী কিছুদিন সময় বেঁধে দেন যদি অনতিবিলম্বে দ্রুত সড়ক সংস্কার করার না হয় তাহলে আগামী দিনে ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের কোন যানবাহন খেরা বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ সড়কের উপর দিয়ে চলতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। তারা তাদের দাবিতে অনর থাকবে।

যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচ মৎস্য ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। চাকা ফেটে গাড়ি উল্টে গুরুতর আহত হয়েছেন পাঁচ জন মৎস্য ব্যবসায়ী। ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন চেছুড়িমাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মেলাঘর কেমতলী থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে চেছুড়ীমাই এলাকায় হঠাৎ করে চাকা ফেটে জাতীয় সড়কে উল্টে যায় একটি গাড়ি। তাতে মারাত্মক ভাবে আহত হয় গাড়িতে থাকা পাঁচজন মৎস্য ব্যবসায়ী। তারা হলেন ইন্দ্রজিৎ সরকার, শিমুল দাস, নিমাই দাস, যতীন্দ্র দাস, রাজেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে বসে কমিউনিস্টরা চীনের দালালি করেন ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। ভারতে বসে কমিউনিস্টরা চীনের দালালি করে। কিন্তু চীনের এক ইঞ্চি জায়গা ক্রয় করে দেখাতে পারে না। কারণ চীনের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের ঝাড়ু দিয়ে দৌড়ে দেবেন। আজ আগরতলা টাউন হলে ত্রিপুরা অনিয়মিত ডিডাব্লিউএস পাম্প অপারেটর সংঘের উদ্যোগে সাংগঠনিক সম্মেলনে এভাবেই সিপিএমকে একহাত নিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি কমিউনিস্টদের একহাত নিয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, কমিউনিস্টরা সবসময় গরিবদের দোহাই দেবে।

আবার সেই কমিউনিস্টই গরিবদের থেকে চাঁদা তুলবে। সাম্প্রতিককালে বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যের জন্য কোনও কমিউনিস্ট নেতাদের দেখা যায়নি।

রাজ্যে কমিউনিস্টদের শাসনকাল থাকলে উল্টো তাঁরা গরিবের কাছে চাঁদা আদায় করতো।

এদিন তিনি আরও বলেন, জনগণের কাছে মিথ্যা তথ্য বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। আসলে তাঁরা মিথ্যা কথায় পর্রদশী।

জনগণের স্বার্থে কখনো কমিউনিস্ট কাজ করে নি। পাম্প অপারেটরদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া পূরণ একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই করতে পারবেন।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের বিরোধীতা করে জনগনকে রাজপথে আন্দোলনে নামিয়ে দেওয়ার কাজ করেছেন তাঁরা।

কারণ, জনগন সরকারি সুযোগ সুবিধা পান সেটা কমিউনিস্ট কখনো চায় নি।

তাঁর কটাক্ষ, কমিউনিস্টের কাছে রাষ্ট্রের কোনো মূল্য নেই। তাঁদের কাছে ইউনিয়ন করাটাই মূল্য লক্ষ্য। ভারতে বসে কমিউনিস্টরা চীনের দালালি করে। কিন্তু চীনের এক ইঞ্চি জায়গা ক্রয় করে দেখাতে পারে না। কারণ চীনের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের ঝাড়ু দিয়ে দৌড়ে দেবেন, বলে দাবি করেন সাংসদ বিপ্লব।

টেট-এর প্রশ্নপত্রে ভুল, টিআরবিটি চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুল ছিল। কিছু প্রশ্ন সিলেবাস বহির্ভূত ছিল। আবার অনেক প্রশ্নেই বানান ভুল ছিল, যা পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করেছে। তাই প্রদেশ যুব কংগ্রেস এবং এনএসইউআই-এর তরফ থেকে টিআরবিটি চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

এদিন যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, টেট-টু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পর্কে পরীক্ষার্থীর তরফ থেকে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। টেট-টু পরীক্ষার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৬ জুন,২০২৫ ইং
২২ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পরিবেশ সুরক্ষার অঙ্গীকারের দিন

প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে পালিত হয় পরিবেশ দিবস। এই দিনটিতেই জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ কনফারেন্স শুরু হইয়াছিল। এই কনফারেন্স হইয়াছিল ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ থেকে ১৬ জুন অবধি। এই কনফারেন্স ঐ বছরই চালু করিয়াছিল জাতিসংঘের সাধারণ সভা। তখন থেকেই প্রতি বৎসর এই দিবস পালিত হইয়া আসিতেছে।দিবসটি প্রথম পালিত হয় ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতি বছরই দিবসটি আলাদা আলাদা শহরে, আলাদা আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়া পালিত হয়। উত্তর গোলার্ধে দিবসটি বসন্তে, আর দক্ষিণ গোলার্ধে দিবসটি শরতে পালিত হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিকমতো বজায় রেখে মানুষ যাতে এই পৃথিবীর বুকে অন্যান্য সমস্ত জীবের সাথে একাত্ম হইয়া এক সুন্দর পরিবেশে বাচিয়া থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উদ্দেশ্য।পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কারণে মানুষের জীবন বিদ্যমান। পরিবেশ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাস থেকে শুরু করিয়া খাদ্য এবং পানীয় সবকিছু সরবরাহ করে এবং পৃথিবীতে বসবাসের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ দেয়। এ সবই প্রকৃতির দান। প্রকৃতি ও পরিবেশের কারণেই মহাবিশ্ব সুচারুভাবে চলে। প্রকৃতি আমাদের বাচিয়া থাকিবার জন্য অনেক কিছু দেয়। কিন্তু বিনিময়ে মানুষ কেবল প্রকৃতিকে শোষণ করিয়াছে এবং পরিবেশকে দূষিত করিয়াছে। এতে প্রকৃতির যেমন ক্ষতি হইতেছে তেমনি প্রাণের অস্তিত্বও হুমকির মুখে। এমতাবস্থায় পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। বিশ্ব উষ্ণায়ন, সামুদ্রিক দূষণ এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ করুন, যাহাতে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। এ জন্য প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে, প্রকৃতি রক্ষার জন্য ৫ টি সংকল্প নিন, যাহাতে পরিবেশ আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য হয়ে উঠিতে পারে। পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রথম সংকল্প নিন যে আমরা ঘর থেকে উৎপন্ন বর্জ্য সঠিক স্থানে নিয়া যাইব। প্রতিদিন আমাদের বাড়ি থেকে প্রচুর আবর্জনা বের হয়। যাহা মানুষ এখানে-ওখানে ফেলিয়া দেয়। এই বর্জ্য হয় পশুর পেটে যায় অথবা নদীতে ভাসিয়া যায়। এ কারণে আমাদের নদীগুলোও দূষিত হইতেছে। ময়লা-আবর্জনা এখানে-ওখানে না ফেলিয়া নিজেই ডাস্টবিনে ফেলুন। শুকনো ও ভেজা বর্জ্য আলাদা করিয়া ফেলুন যাহাতে তাহা সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জীবন চলে এবং শ্বাস নিতে বিশুদ্ধ বাতাসের প্রয়োজন হয়। তাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শপথ নিন যে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বিশুদ্ধ বাতাস থাকিবে, এর জন্য আমরা পেট্রোল-ডিজেলের পরিবর্তে ই-বাহন ব্যবহার করিব। বক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে বেশি গণপরিবহন ব্যবহার করিবেন।গাছ-গাছালির উপর নির্ভরশীল প্রকৃতি। কিন্তু আজকাল নির্বিচারে গাছ কাটা হইতেছে। গাছ কাটিবার কারণে অক্সিজেনের অভাবের পাশাপাশি আবহাওয়া চক্রেরও অবনতি ঘটিতেছে। এ কারণে অনেক মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে হতে পারে। এমতাবস্থায় অঙ্গীকার নিন যে, গাছ কাটা বন্ধ করিয়া আমরা আরও বেশি করিয়া চারা রোপণ করিব, যাহাতে এ পর্যন্ত প্রকৃতির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পুষাইয়া নেওয়া যায়।

পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সংকল্প,গাছ-পালা, মাটি, মাটি, প্রাণী, জল ইত্যাদি পরিবেশকে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ রাখিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করুন পরিবেশের ভারসাম্য যেন সবসময় থাকে এবং পরিবেশের ভারসাম্য ও নিরাপদ রাখিতে যাহা যাহা করা দরকার তাই করিবেন।পরিবেশ দিবসে সংকল্প নিন যে আমরা পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। প্রকৃতির সবচেয়ে বড় শত্রু পলিথিন ও প্লাস্টিক। এমতাবস্থায় আপনি নিজে যেমন এগুলো ব্যবহার করিবেন না, তেমনি অন্য কাউকে পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যবহার করিতে দেখিলে তাহাকেও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করিবেন। মনে রাখিতে হইবে সরকার কিংবা প্রশাসনের একার পক্ষে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না। জনগণের সার্বিক প্রচেষ্টাই পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। প্রকৃতি আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাহা হয়তো অনেকেই করোনা অতিমারীর পর কিছুটা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু পরিবেশ নিয়া সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে বহু বছর ধরিয়া।প্রতিবছর ৫ জুন , বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এটি পরিবেশ রক্ষার সচেতনতা এবং নতুন পদক্ষেপকে উৎসাহিত করিতে জাতিসংঘ পালন করে। তাও এখন অনেকেই এড়াইয়া চলেন সেই সচেতন বার্তা। এই বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম "একমাত্র পৃথিবী"। পৃথিবী এক এবং অদ্বিতীয়। তাই প্রত্যেকটি বিশ্ববাসীকে এই বসুন্ধরার প্রতি আরও যত্নশীল হইতে হইবে। আমরা গাছ লাগাইতে পারি, আমাদের আশেপাশের শহরকে আরও সবুজ করিতে পারি, বাড়ির বাগান পুনর্নির্মাণ করিতে পারি, নিজেদের ডায়েট পরিবর্তন করিতে পারি এবং নদী ও উপকূল পরিষ্কার রাখিতে পারি। আমরা এমন একটি প্রজন্ম যাহারা এই সবের মাধ্যমে প্রকৃতির শান্তি বজায় রাখিতে পারি। সকলে উদ্বিগ্ন না হইয়া পরিবেশের সচেতনতার বিষয়ে সক্রিয় হইয়া ওঠা উচিত। এখনও কিছুটা সময় আছে। যদি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেন তাহা হইলে এই সুন্দর ধরণী থাকিবে সুজলা- সুফলা শস্য শ্যামলা। এই পরিবেশ দিবসে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আপনার আশেপাশের মানুষকে সচেতন করুন।

আপেক্ষিকতায় বহুরূপী সময়

কল্পনা করুন, বাসের জানলার ধারে বসে কোথাও যাচ্ছেন। শহর ছাড়িয়ে সুন্দর গাছে ছাওয়া রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বাস। মিষ্টি হাওয়ায় গা এলিয়ে বিশাল বিশাল গাছের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সামনে থেকে একেকটা গাছ এগিয়ে আসছে, পরক্ষণেই আবার গাড়িয়ে পাশ কাটিয়ে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমা থেকে।

হ্যাঁ, অবশ্যই গাছ আপনার দিকে এগিয়ে আসছে না বা সরে যাচ্ছে না। বরং এগিয়ে যাচ্ছেন আপনি। আপনার বাসে করে। আপনি যেহেতু এগিয়ে যাচ্ছেন, তাই আপনার জায়গা থেকে গাছকে চলমান মনে হচ্ছে। অর্থাৎ আপনার সাপেক্ষে গাছ এখানে গতিশীল দেখছেন। এখন কোনো গাছের গোড়ায় যদি আপনার বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তিনি আবার আপনাকে চলে যাওয়া দেখবে। অর্থাৎ তাঁর অবস্থান সাপেক্ষে আপনি গতিশীল। বিষয়টা বেশ মজার। একই ঘটনা, কিন্তু পর্যবেক্ষকের অবস্থান সাপেক্ষে দুজন দেখছেন দুভাবে।

১৬৩২ সালে গ্যালিলিও গ্যালিলি তাঁর 'ডায়ালগ কনসার্নিং দ্য টু চিফ ওয়ার্ল সিস্টেমস' বইয়ে প্রথমবারের মতো আপেক্ষিকতার ধারণা বর্ণনা করেন। সেখানে বলা হয়, কোনো একটা নিয়মেই মহাবিশ্বের চলা উচিত। আপেক্ষিকভাবে অর্থাৎ গতির ভিন্নতার কারণে দুই পর্যবেক্ষকের কাছে দুরকম লাগলেও, ঘটনা আসলে এক নিয়মেই ঘটার কথা।

একই ঘটনা, কিন্তু পর্যবেক্ষকের অবস্থান সাপেক্ষে দুজন দেখছেন দুভাবে আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আপনি যদি চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে একটি ক্রিকেট বল ওপরের দিকে ছুড়ে দেন; তবে সেখানে মহাকর্ষের মতো পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র একইভাবে কাজ করবে। দেখবেন, বলটি ওপরে উঠে স্বাভাবিকভাবে নেমে আসছে। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়ানো আপনার বন্ধুটি দেখবে, বলটি ওপরে ওঠার সময় যেন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার পড়ার সময়ও যেন সামনের দিকে হেলে গিয়ে পড়ছে। অর্থাৎ আপনার অবস্থান থেকে বলটির গতিপথ সরল রৈখিক হলেও, তার অবস্থান থেকে বলটির গতিপথ দেখতে হবে উপবৃত্তাকার।

বিশেষ আপেক্ষিকতা এবং আলোর গতি গ্যালিলিওর বই প্রকাশের প্রায় তিন শতাব্দী পরের ঘটনা। জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতার ধারণা নিয়ে হাজির হন। যেসব বিভ্রান্তিকর পর্যবেক্ষণের যুক্তিসম্মত কোনো ব্যাখা ছিল না, সেগুলোর ব্যাখা দিতে এই তত্ত্বের অবতরণা। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন উনবিংশ শতক এবং এর পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজ তাঁর তত্ত্ব একত্রিত করেন। নাম দেন, 'স্পেশাল রিলেটিভিটি' বা 'বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব'। এ তত্ত্ব তিনি মূলত দুটি স্বীকার্য দিয়ে শুরু করেন। এক, পর্যবেক্ষকের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, সবার জন্য আলোর গতি সমান। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক স্থির আছে, নাকি গতিশীল, তাঁর ওপর ভিত্তি করে আলোর বেগ ভিন্ন হবে না। দুই, কোনোকিছুই আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে চলতে পারে না।

আবার বাসের উদাহরণে ফেরত যাই। এবারে ধরা যাক, আপনি ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে চলছেন। এবং যথারীতি আপনার বন্ধু রাস্তায় সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আপনার দিকে সে যদি ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে একটি বল ছুড়ে দেয়, তাহলে আপনার কাছে বলটি আসবে প্রায় ১২০ মাইল গতিতে। কারণ, এক্ষেত্রে বলটি যেমন গতি নিয়ে আপনার দিকে আসছে, তেমনি আপনিও বলটির দিকে ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে এগিয়ে চলছে। তাই, আপনার বন্ধুর কাছে বলটির গতিবেগ ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার হলেও, গতির কারণে আপনার কাছে বলটির বেগ হবে প্রায় ১২০ কিলোমিটায়। প্রায় বলছি, কারণ এটা সত্যিকার মানের কাছাকাছি। এর মাঝে কিছুটা ভুলও থাকতে পারে।

সত্যিকারের মানটি হয় দুই বেগের যোগফলের চেয়ে কম। এই অসামঞ্জস্যতা আবার বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। আপনি যদি আলোর ৭৫ শতাংশ বেগে রকেটে থাকেন, উল্টোপাশ থেকে আপনার বন্ধু আলোর ৭৫ শতাংশ বেগে একটা বল ছুড়ে দিলে আপনি বলটাকে আলোর ১৫০ শতাংশ বেগে আসতে দেখবেন না। কারণ, স্থিরভর আছে এমন কোনোকিছু আলোর বেগে চলতে পারে না। আপনার কাছে মনে হবে, বলটা আলোর চেয়ে কম বেগে আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। বিষয়টি খুব অদ্ভুত মনে হলেও, বিজ্ঞানীরা হাতে কলমে বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছেন। পেয়েছেন স্বপক্ষে প্রমাণ।

সময়ের প্রসারণ ও টুইন প্যারাডক্স

শুধু যে গতির বিষয়টিই আপেক্ষিক বা পর্যবেক্ষকের অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল তা কিন্তু নয়। আপেক্ষতিকতার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সময়ের প্রসারণ বা টাইম ডায়ালেশন। কত দ্রুত বা ধীরে যাচ্ছে তারপর ভিত্তি করে, একেক পর্যবেক্ষকের জন্য একেক রকম সময় অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ সবার জন্য সময় একরকম নয়।

প্রত্যেকেই তাঁদের সাপেক্ষে সময়কে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে দেখে। দ্রুতবেগে চলমান একজন ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারবেন না, সময় তাঁর ক্ষেত্রে অনেক ধীরে চলছে। বিষয়টি বোঝার জন্য ধীরগতির পর্যবেক্ষক জরুরী। ধীরগতিতে চলা কোনো ব্যাক্তির ঘড়ির সঙ্গে দ্রুতগতিতে চলা ঘড়ির একটা সময় মেলালে দেখা যাবে, একটায় অন্যটার চেয়ে অনেক কম সময় পার হয়েছে।

এই বিষয়টি আপেক্ষিকতার একটি অদ্ভুত ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়, যা টুইন প্যারাডক্স হিসেবে পরিচিত। এতে বলা হয়, একজোড়া যমজের একজন যদি উচ্চগতি সম্পন্ন রকেটে করে মহাকাশে যায়, তবে পৃথিবী ফিরে এসে দেখবে পৃথিবীতে থাকা অন্য যমজটি তার তুলনায় বয়স্ক হয়ে গেছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, সময় সবার ক্ষেত্রে তাঁদের সাপেক্ষে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ, আপনি এখন সময়কে যেভাবে অনুভব করছেন, আলোর কাছাকাছি গতিতে গেলেও একইভাবে সময়কে অনুভব করবেন। আপনার কাছে সময় ধীর হয়ে যাবে না। ফলে, যমজ দুজনের নিকট নিজেদের সময়কে স্বাভাবিক মনে হলেও, গতির কারণ দুজনের ঘড়ির সময় বা জৈবিক বয়স হবে একেবারে আলাদা।

মহাকাশযানে থাকা যমজ শুধু রেফারেন্স ফ্রেমের চেয়ে বেশি গতিতে যাচ্ছে তা নয়। পৃথিবীতে থাকা যমজের সাপেক্ষেও সে ত্বরণ নিয়ে আগাচ্ছে। গতির ব্যাপারটা পর্যবেক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হলেও, ত্বরণ সবার ক্ষেত্রে সমান। আপনি যদি ওজন মাপার যন্ত্রে দাঁড়ান, তাহলে যে ওজনটা দেখতে পাবেন সেটা মূলত আপনাকে পৃথিবীর অভিকর্ষ যে ত্বরণে টানছে তার পরিমাণ।

জড়তার উৎস ও নিউটনীয় মহাবিশ্ব

অলক ভট্টাচার্য

আমরা নিউটনের মহাবিশ্বে বাস করি। অনেকেই আপত্তি করবেন, বলবেন, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে নিউটনীয় তত্ত্বকে আহরণ করা যায়, কাজেই নিশ্চয় আমাদের মহাবিশ্ব আইনস্টাইনীয়। বিবেচক পাঠক এটাও প্রশ্ন করবেন যে এখানে কোন বিষয়টিকে মূল ধরে নিউটন ও আইনস্টাইনের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে? আমি হয়তো বলব, আমাদের অল্প গতির জীবনে জাহাজে মালামাল তুলতে কিংবা চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য নিউটনীয় বলবিদ্যা বা মাধ্যাকর্ষণ সূত্রই যথেষ্ট। আপনি হয়তো বলবেন, কিন্তু আমরা যে স্পেস-টাইম বা দেশ-কালের চাদরে বাস করি, সেটি আইনস্টানের সূত্র মেনে চলে, কাজেই সেটার অর্থ আরও গভীর। আমি নিশ্চয় এই কথায় আপত্তি করব না কিন্তু বলব, আমাদের দৈনন্দিন জীবন একটিমাত্র জিনিসের ওপর ভরসা করে চলে, সেটি হলো জড়তা, জাড্য বা ইনারশিয়া এবং এই বোধকে বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করার জন্য আমরা নিউটনের কাছে ঋণী। একটি প্রাকৃতিক রাশিকে তিনটি ভিন্ন শব্দ (জড়তা, জাড্য, ইনারশিয়া) দিয়ে প্রকাশ করলাম। কারণ, সেটির ব্যাপ্তি এতই বিস্তৃত যে তাকে উপস্থাপন করতে তিনটি শব্দও যেন অপ্রতুল। আমাদের মহাবিশ্ব হলো ইনারশিয়ার, তবে সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলি, আইজ্যাক নিউটনের (১৬৪২---১৭২৬) কোনো আবিষ্কার বা উদ্ভাবন নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব না।

নিউটনের যখন ২৪ বছর বয়স, তখন তিনি ত্রিশারা কাচ (প্রিজম) ব্যবহার সূর্যের আলোকে তার বিভিন্ন রঙের বর্ণালিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং আরেকটি কাচ ব্যবহার করে সেগুলোকে আবার সাদা আলোয় ফিরিয়ে এনেছিলেন। 'সাদা' আলো যে বিভিন্ন তরঙ্গের আলোর সমষ্টি, এটি ছিল প্রথম সম্যক প্রমাণ। কিন্তু আলোর তত্ত্বকে প্রকাশ করতে তিনি ৩৮ বছর অপেক্ষা করলেন, প্রিন্সিপিয়ার পরে তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত বই হলো অপটিকস। সেটি ১৭০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৬৬৫ সালে ব্রিটেনে প্লেগ রোগের মহামারি দেখা দিল। নিউটন সেই সময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তাঁর গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। সেখানে নিভৃতে, অন্য শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সঙ্গ ব্যতিরেকে দুই বছর ধরে যুগান্তকারী সব কাজ করলেন। উদ্ভাবন করলেন প্রতিফলিত দুরবিনযে দুরবিনের মূল গঠন জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে আধুনিক সময়েও ব্যবহৃত হচ্ছে। পরে ১৬৬৭ সালে লন্ডনে ফিরে, ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটিতে এই দুরবিন দেখিয়ে সদস্যপদ লাভ করলেন অখ্যাত নিউটন। কিন্তু এর চেয়ে বড় যে কাজ, সেটি হলো, যখন তাঁর বয়স ২৬-ও ছোঁয়নি, নিউটন উদ্ভাবন করলেন ক্যালকুলাস বা সমাকলন। তিনি দেখলেন, পৃথিবীর বুকে পড়ন্ত বস্তুর গতি বা সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলোর পরিক্রমায় যে পরিবর্তনশীল গতির উদ্ভব হয়, সেটিকে গণনা করতে ক্যালকুলাস ছাড়া উপায় নেই। অথচ ১৬৮৭ সালে তিনি যখন তাঁর প্রিন্সিপিয়া বইয়ে বলবিদ্যার গতিসূত্র, কেন্দ্রাভিমুখী বল, সর্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ সূত্র, গ্রহের উপবৃত্তাকার পথ ইত্যাদি বর্ণনা করলেন, তাতে কোথাও ক্যালকুলাস ব্যবহার করলেন না, বরং দুরূহ জ্যামিতি দিলেন। ফলে বইটি সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে রয়ে গেল। এই কাজ যে ইচ্ছাকৃত, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন নিউটন এটা করেছিলেন, সেটির বিশ্লেষণে আমরা এখানে যাব না।

আর কিছু আছে? আছে। ১৭০১ সালের একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে নিউটন দেখালেন, একটি বস্তুর তাপ বিকিরণের পরিমাণ ওই বস্তুর তাপমাত্রা এবং সেটির চারপাশের যে তাপমাত্রা আছে, তার পার্থক্যের ওপর নির্ভর করবে। পার্থক্য বেশি হলে তাপ ক্ষয়ের পরিমাণ বেশি হবে, তাপমাত্রার পার্থক্য কম হলে বস্তুর তাপ বিকিরণ কম হবে। এটিকে আমরা নিউটনের শীতলতার সূত্র বলি। এ ছাড়া নিউটন একজন আলকেমিস্ট ছিলেন, অন্য ধাতু থেকে কেমন করে স্বর্ণ সৃষ্টি করা যায়, সে রকম রসায়ন প্র্যাকটিস করতেন। যদিও আজ আমরা জানি, এটি সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর রসায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে, তিনি যখন রাজকীয় টাঁকশালের প্রধান ছিলেন, তখন টেকসই উন্নত মানের ধাতব মুদ্রা সৃষ্টিতে কাজে দিয়েছিল।

ওপরে নিউটনের যেসব কীর্তি বললাম, সেগুলো নিয়ে আর কথা বাড়াব না, এবার আসব আমাদের আলোচনার মূল বিষয়ে। সেই কবে স্কুলে প্রথম পড়েছি নিউটনের প্রথম গতিসূত্রকোনো বস্তু যদি স্থির অবস্থায় থাকে এবং তার ওপর যদি সম্মিলিত বল শূন্য হয়, তবে বস্তুটি স্থির থাকবে অথবা যদি বস্তুটি গতিশীল থাকে এবং তার ওপর সম্মিলিত ভর শূন্য হয়, তবে বস্তুটি সমবেগে সরলরেখায় চলবে। খুব সাধারণ একটি বাক্যযাকে নিউটনের জড়তা, জাড্য বা ইনারশিয়ার সূত্র বলা হয়। সূত্রটির প্রথম অংশে বস্তুটি নড়বে না তার স্থিতি জড়তার কারণে। দ্বিতীয় অংশে বস্তুটি চলবে তার গতি জড়তার কারণে। স্কুলে যখন পড়েছি, তখন জিনিসটা মনে দাগ কাটেনি, বরং ভেবেছি, এ আর এমন কীএ তো জানা কথাই। অথচ আমাদের মহাবিশ্বের পুরো কাঠামোই দাঁড়িয়ে আছে স্থিতি ও গতি জড়তার ওপরে। মনে করুন, এমন একটি মহাবিশ্বের কথা, যেখানে জাড্য বা ইনারশিয়া নেই। সেখানে কখনোই বস্তুকণাগুলো তারা বা গ্রহ সৃষ্টি করতে পারবে না, সেই কণাগুলো কখনোই স্থির থাকবে না, তারা যদৃচ্ছ বা এলোমেলোভাবে চলাফেরা করবে, এক জায়গায় আটকানো যাবে না। অন্যদিকে সৌরজগতের মতো সুগঠিত কাঠামোরও সৃষ্টি হবে না। কারণ, গতি জড়তা না থাকলে সেই কবেই পৃথিবীর মতো গ্রহগুলো সেগুলোর সূর্যের ওপর আপতিত হতো।

নিউটনের নিজ হাতে আঁকা প্রতিফলক দুরবিন

নিউটনের আগে গ্যালিলিও গ্যালিলেই জড়তা বা জাড্যের ধারণাটি দিয়ে গেছেন, নিউটন গ্যালিলিওর কাজ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁর প্রিন্সিপিয়া বইয়ে প্রথম সূত্রটি প্রসঙ্গে গ্যালিলিওর একটি এক্সপেরিমেন্টের উল্লেখ করেছেন। এই পরীক্ষায় গ্যালিলিও দেখিয়েছিলেন, অভিকর্ষজ ত্বরণ অনুভবকারী পড়ন্ত বস্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করবে, তা সময়ের বর্গের আনুপাতিক হবে (দূরত্ব সময় শ্র সময়)। গ্যালিলিও ও নিউটনের আগে দুই হাজার বছরের বিজ্ঞান জাড্য, জড়তা বা ইনারশিয়ার রূপটি ধরতে পারেনি। আর ধরতে পারেনি বলে পৃথিবী যে নিজের অক্ষের চারদিকে বা সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করছে, তা—ও বুঝতে পারেনি। জড়তা বিদ্যার আগে চিন্তকেরা ভাবতেন, পৃথিবী যদি ঘোরেই (পশ্চিম থেকে পূর্বে) তবে কেউ ঘরের মধ্যে লাফ দিলে ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়াল এসে তাকে ধাক্কা দেবে। সেই সময়ে দ্রুতগতির যান ছিল না, নইলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে বাস বা ট্রেনে বসে একটা বস্তুকে ওপর দিকে ছুড়লে, সেটি আবার আগের জায়গাতেই ফিরে আসে। কারণ, বস্তুটির গতি, যে ছুড়ছে তার গতিতেই ভ্রমণ করছে। তাই ওপর দিকে ছুড়লেও সেটির গতি জড়তার কারণে সামনের দিকেও ভ্রমণ করবে এবং তার আদি অবস্থানে ফিরে আসবে।

তাই আমাদের মহাবিশ্ব হলো ইনারশিয়ার মহাবিশ্ব। এবার আসি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে, যেখানে বলের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। চ গু দ্বখ, বল গু ভর শ্র ত্বরণ। এই সমীকরণ কিন্তু প্রিন্সিপিয়া বইয়ে এভাবে দেওয়া নেই। নিউটন যেটা বলেছিলেন, সেটা হলো, ভরবেগের পরিবর্তনের হার আপতিত বলের সমানুপাতিক, যেটাকে পদার্থবিদ্যার ভাষায় এভাবে লেখা যায়, এখানে স্ত হলো বস্তুর বেগ ও ঠহলো সময়। সমস্যা হলো, যদিও নিউটন ইতিমধ্যে ক্যালকুলাস বা সমাকলন গণিত উদ্ভাবন করেছিলেন, তিনি সেটি প্রিন্সিপিয়ায় ব্যবহার করেননি। আগেই বলেছি, ওই বই লেখা হয়েছে জ্যামিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। যেটার অর্থোদ্ধার সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন ছিল। নিউটন বুঝেছিলেন, তিনি বিজ্ঞানে ভর, বল, সময়ের মতো রাশিগুলোর প্রবর্তন করছেন এবং এগুলোর জন্য সংজ্ঞা প্রয়োজন।

ভরকে তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবেবস্তুর ভর হলো বস্তুটির ঘন আকার (বা আয়তন) ও ঘনত্ব থেকে যে পরিমাণ পদার্থ পাওয়া যায়, তার একটি পরিমাপক। প্রিন্সিপিয়া বইটির অন্যান্য অংশে তাঁর লেখা থেকে এটি পরিষ্কার, তিনি বস্তুর ভর যে ইনারশিয়া বা জাড্যের সঙ্গে জড়িত, সেটা বুঝেছিলেন। বস্তুর ভর হলো বস্তুটির জাড্য বা জড়তার পরিমাপক; জড়তা বেশি হলে ভর বেশি হবে, জড়তা কম হলে ভর কম হবে, আবার ভর বেশি হলে তাকে ত্বরান্বিত করতে বেশি বল লাগবে (নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী)।

এখন প্রশ্ন হলো, বস্তুর জড়তার উৎস কী? নিউটনের পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু নিউটন পরম স্থান বা দেশ সম্পর্কে একটি এক্সপেরিমেন্টের কথা বলে গেছেন, যাকে আমরা নিউটনের বালতি পরীক্ষা নামে চিনি। এর ব্যাখ্যা দিতে মহাবিশ্বে জড়তার উৎস প্রসঙ্গটি আসে। বালতি পরীক্ষার ব্যাখ্যা দিতে আইনস্টাইনকে বেশ ভাবতে হয়েছিল এবং মনে হয়, এর প্রকৃত কার্যকারণ এখনো আমরা পুরোপুরি জানি না। বাকেট বা বালতি পরীক্ষার বর্ণনা দেওয়ার আগে বলি, নিউটনের কাছে স্থান বা দেশ ছিল বাংলা পরম, নিরঙ্কুশ, অনপেক্ষ বা সার্বভৌম হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনপেক্ষ কথাটি আমরা গ্রহণ করতে পারি, 'অনপেক্ষ স্থান' অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়।

নিউটনের প্রিজম পরীক্ষা। এর মাধ্যমেই তিনি আলোক বর্ণালীর ব্যাখ্যা দেন। নিউটন জড়ত্বীয় রেফারেন্স কাঠামোর ধারণাটির কথা উল্লেখ করেছেন, যে কাঠামোগুলো হয় স্থির থাকে, নয় সমবেগে সরলরেখায় ভ্রমণ করে এবং যেখানে নিউটনের বলবিদ্যার সূত্রগুলো কার্যকর হয়। সমস্যা হলো, এই জড়ত্বীয় কাঠামো কিসের তুলনায় স্থির বা সমবেগে ভ্রমণ করছে, সেটা আমরা জানি না। নিউটনের জন্য এগুলো স্থির বা সমবেগে চলছে 'অনপেক্ষ' স্থানের তুলনায়। নিউটনের ভাষায়অনপেক্ষ দেশ বা স্থানের প্রকৃতি (বা বৈশিষ্ট্য) হলো, কোনো কিছুর সাপেক্ষ ব্যতীত, সেটি থাকে সব সময় সদৃশ ও অনড়। অনপেক্ষ বা পরম সময় নিয়েও নিউটনের এ রকম একটি ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু 'সব সময় সদৃশ ও অনড়' বলতে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছেন, সেটা বিশেষ বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। নিউটন নিজে এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং এই জন্য প্রিন্সিপিয়া বইটির সব স্বতঃসিদ্ধ, সম্পাদ্য, প্রমাণ ও অনুসিদ্ধান্ত 'আপেক্ষিক' স্থান বা দেশ ও সময়ের ওপর ভিত্তি করে গঠন করেছেন।

অনপেক্ষ স্থানের ব্যাপারে নিউটন এই বালতি এক্সপেরিমেন্টের সুপারিশ করেছেন। সেটি হলো এ রকম। মনে করুন, একটি বালতি (সেটির হাতল মারফত) একটি দড়ি দিয়ে ঝোলানো, বালতিটি জল দিয়ে অর্ধেক ভরা। এবার দড়িটা যদি একদিকে পাকিয়ে (বালতিটিও তার সঙ্গে বহুবার পাক খাবে) তা আমরা ছেড়ে দিই, তবে সেটি উল্টো দিকে জট ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে, বালতিটিও ঘোরা শুরু করবে। বালতির জলের তল প্রথমে সমান থাকবে, কিন্তু ধীরে ধীরে বালতির ভেতরের দিকের দেয়ালের সঙ্গে ঘর্ষণের কারণে সেখানকার জলের কণা বালতির গতি পাবে। অন্যদিকে আমরা যত বালতির ভেতরের দিকে যাব সেই ঘর্ষণ কমে আসবে এবং সেখানে জলকণাগুলোর গতি কম হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখব যে বালতির দেয়ালের পাশে জলের উচ্চতা বেড়ে গেছে এবং বালতির কেন্দ্রে কমে গেছে, অর্থাৎ জলের তলটি একটি বক্র আকার পাবে। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো জলকণাগুলোর গতি ও বালতির গতি এক, অর্থাৎ সেগুলোর আপেক্ষিক গতি শূন্য, আবার বালতিটি ঘুরতে শুরু করার আগেও তাদের আপেক্ষিক গতি ছিল শূন্য। কিন্তু পরীক্ষাটির শুরুতে পানির পৃষ্ঠ সমতল আর পরীক্ষার শেষে জলের পৃষ্ঠ বক্র, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই জল ও বালতির দেয়ালের আপেক্ষিক গতি হলো শূন্য। কাজেই আমরা যেখানে বলছি, সব গতি আপেক্ষিক, সেখানে এই যে জলের ঘূর্ণন তাকে কার তুলনায় 'আপেক্ষিক' বলা যাবে? নিঃসন্দেহে বালতির দেয়ালের তুলনায় নয়। কারণ, বালতিটির ঘূর্ণন গতি তো পানির সমানই। নিউটন এই ঘূর্ণনকে অনপেক্ষ স্থানের তুলনায় ঘূর্ণন বলেছেন। নিউটন বুঝেছিলেন, কোনো বস্তু যদি স্থান বা দেশে সমবেগে ভ্রমণ করে, সেটিকে বোঝার কোনো উপায় নেই, কিন্তু ঘূর্ণনের ব্যাপারে অনপেক্ষ স্থানের ধারণাটি তিনি আনতে চেয়েছিলেন। আপনারা যদি বালতি এক্সপেরিমেন্টের উপসংহারে বিভ্রান্ত বোধ করেন, তাহলে আপনি একা নন, নিউটন---পরবর্তী বহু বিজ্ঞানী নিউটন ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁরা যে এটাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন, এমন নয়। কিন্তু এটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আর্নেস্ট মাখ ও আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীরা ইনারশিয়ার উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নিউটনকে উৎসর্গীকৃত ডাকটিকিট মনে করুন, সারা মহাবিশ্বে কোনো বস্তু নেই শুধু বালতিটা ছাড়া। তাহলে কি জল বালতির দেয়াল বেয়ে উঠবে, সে কি নিউটনের বলবিদ্যার প্রথম সূত্র মানবে? অর্থাৎ যে জড়তা বা জাড্যের কারণে প্রথম সূত্র কার্যকরী, সেটি কি আর কাজ করবে? আর্নেস্ট মাখ বলেছিলেন, একটি স্থানীয় বিন্দুতে যা ঘটছে, তাতে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা প্রভাব রাখছে। অর্থাৎ জড়তার উৎস হচ্ছে সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের সব বস্তু। তাঁর মতে, মহাবিশ্বে যদি শুধু একটি কণা থাকে, তাহলে সেটির ভর হবে শূন্য। কারণ, জড়তা সৃষ্টিকারী অন্য বস্তুগুলো সেখানে অনুপস্থিত। এটিকে 'মাখের নীতি' বলা হয়। আইনস্টাইন প্রাথমিকভাবে মাখের এই নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বালতি পরীক্ষাটির বিকল্পে আরেকটি সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের কথা বলি, যেটা আপনি সহজেই করতে পারেন। রাতের মেঘমুক্ত তারাভরা আকাশের নিচে বাড়ির ছাদে বা কোনো মাঠে গিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে ঘুরতে থাকুন। দেখতে পাবেন, আকাশের তারাগুলো আপনার ঘোরার উল্টো দিকে ঘুরছে আর আপনার হাত দুটি দুই দিকে উঠে যাচ্ছে। বিষয়টাকে এভাবে দেখা যেতে পারে, আপনি ঘুরছেন না, মহাবিশ্বই আপনার চারপাশে ঘুরছে। আর সেটার প্রভাবে আপনার হাত দুটি ওপরে উঠে যাচ্ছে। এ রকম যদি আসলেই হয়, অর্থাৎ মহাবিশ্বের সব বস্তু আপনার চারপাশে ঘোরে, তবে আপনার হাত দুটির ওপরে উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যদিও এটির পূর্ণ প্রমাণ আমরা করতে পারিনি। আইনস্টাইন অবশ্য দেখিয়েছিলেন, একটি ঘুরন্ত বস্তুর খোলক, সেটির কেন্দ্রে কোরিয়লি বলের মতো একটি বলের সৃষ্টি করবে এবং সেখানে একটি দোদুল্যমান পেন্ডুলামের দোলন-তল পরিবর্তন করবে। পরবর্তীকালে কার্ট গোডেল আরেক ধরনের গণনায়, ঘুরন্ত মহাবিশ্বের প্রেক্ষাপটে দেখালেন যে ব্যাপারটা অত সহজ নয়, অর্থাৎ এই সমস্যা এখনো অমীমাংসিত। তাহলে কি জড়তা বা ইনারশিয়া আসলেই মহাবিশ্বের বস্তুগুলোর অস্তিত্বের ফলাফল? তাহলে মহাবিশ্বের স্থান যদি শূন্য হয়, অর্থাৎ তাতে কোনো বস্তু যদি না থাকে এবং সেখানে আমরা একটি কণা রেখে দিই, তবে সেটির ভর শূন্য হবে। কারণ, ভর হলো জড়তার পরিমাপক। আর্নেস্ট মাখের উত্তর হবে, শূন্য মহাবিশ্বে ইনারশিয়া বলে কিছু নেই, নিউটনের বলবিদ্যার সূত্র সেখানে অকার্যকর। অন্যদিকে হিগস কণা এবং ক্ষেত্র আবিষ্কারের পরে আমরা বলছি, হিগস ক্ষেত্র কণার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে তাকে ভর দেয়। কিন্তু একটি শূন্য মহাবিশ্বে হিগস ক্ষেত্রের অস্তিত্ব থাকবে না, কাজেই সেই মহাবিশ্বে একটি কণার ভর শূন্যই হবে। জড়তা নিয়ে এই বিস্তৃত আলোচনা পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে, কিন্তু আমি দেখাতে চাইছিলাম, নিউটন শুধু তাঁর মহাকর্ষ সূত্র বা গ্রহগুলোর উপবৃত্তাকার পথের বিশ্লেষণের জন্য প্রাসঙ্গিক নন, বরং আমাদের মহাবিশ্ব যে জড়ত্বের মহাবিশ্ব, তা নিয়ে প্রাথমিক ভাবনাচিন্তার জন্যও প্রাসঙ্গিক। এ ছাড়া একটি অনুকল্পকে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে যাচাই করা, সেটিকে লিপিবদ্ধ করে বিজ্ঞানমহলে উপস্থিত করার এই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সেটি নিউটন পাকাপোক্ত করলেন। তাঁর বালতি এক্সপেরিমেন্টটি সেই ধারার অন্যতম উদাহরণ, যা কিনা ৩০০ বছরের ওপর আমাদের চিন্তার খোরাক হয়ে রয়েছে। আর পৃথিবীর পথে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ নিউটনের বলবিদ্যার তিনটি সূত্রের জন্যই বাস্তবায়িত হচ্ছে, তাই শুরুতে বলেছিলাম আমাদের মহাবিশ্ব নিউটনীয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

জম্মু-কাশ্মীরে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিলের পর থেকে ঘটছে রূপান্তরমূলক উন্নয়ন: প্রধানমন্ত্রী মোদী

শ্রীনগর, ৫ জুন: জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল হওয়ার পর অঞ্চলটিতে একের পর এক রূপান্তরমূলক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি জম্মু অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিকাঠামো এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জম্মুতে নতুন অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (জ্জ্জ্জ্ঞ্ছ) এবং জগতি অঞ্চলে ভারতীয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (জ্জ্জ্ঞ্ঝ)-এর নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি, জম্মু বিমানবন্দরে ৪০ হাজার বর্গমিটার জায়গার ওপর নির্মিতব্য নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়।

পরিবহণ খাতে, প্রধানমন্ত্রী মোদী জম্মু ও কাশ্মীরে একাধিক রেল প্রকল্পের সূচনা করেন। এর মধ্যে ব. ে য. ে ছ বানিহাল-খাড়ি-সুম্বার-সাঙ্গলদান রুটে নতুন ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ, এবং ১৮৫ কিমি দীর্ঘ বারামুল্লা-শ্রীনগর-বানিহাল-সাঙ্গলদান রুটের বিদ্যুতায়ন।এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর উপত্যকার প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবার শুভ সূচনা করেন। এই পরিষেবা সাঙ্গলদান ও বারামুল্লা স্টেশনের মধ্যে চালু হয়েছে, যা উপত্যকায় পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও টেকসই ও আধুনিক করে তুলবে।

সরকারি সূত্র অনুযায়ী, এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে এবং এর ফলে অঞ্চলটির সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হবে।

বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে আর্চ ব্রিজ 'চিনাব ব্রিজ'-এর উদ্বোধন কাল, ওমর আবদুল্লাহ শেয়ার করলেন মনোমুগ্ধকর ছবি

শ্রীনগর, ৫ জুন : জম্মু ও কাশ্মীরের রেইসি জেলায় নির্মিত বিশ্বে সর্বোচ্চ রেলওয়ে আর্চ ব্রিজ 'চিনাব ব্রিজ' ও ভারতের প্রথম কেবল-স্টেইড রেল সেতু 'অঞ্জি ব্রিজ'-এর শুভ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামীকাল, ৬ জুন। এর আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ পরিদর্শন করেন এই দুটি ঐতিহাসিক প্রকল্প ও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন দৃষ্টিনন্দন ছবি ও ভিডিও।

চিনাব নদীর ওপর ৩৫৯ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত চিনাব ব্রিজ একটি ১৩১৫ মিটার দীর্ঘ স্টিলের আর্চ সেতু যা ভূমিকম্প ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চলেও টিকে থাকতে সক্ষম।এটি নির্মিত হয়েছে ১,৪৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং ১২০ বছর স্থায়ীত্বের লক্ষ্য নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী কাল সকাল ১১টায় সেতু ডেক পরিদর্শন করবেন এবং চিনাব ব্রিজের উদ্বোধন করবেন। এরপর তিনি অঞ্জি ব্রিজের উদ্বোধন করবেন। দুপুর ১২টার দিকে শ্রীমাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত দুইটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শুরু করবেন।

চিনাব ও অঞ্জি ব্রিজ খুলে যাওয়ার ফলে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকা পাবে সর্বমৌসুমে রেল সংযোগ, যা হবে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে উপত্যকার সরাসরি সংযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কাটরা ও শ্রীনগরের মধ্যে এখনকার তুলনায় ২—৩ ঘণ্টা কমে প্রায় তিন ঘণ্টায় রেলপথে যাত্রা সম্ভব হবে।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৪৬,০০০ কোটিরও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করবেন।এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে রাফিয়াবাদ থেকে কুপওয়ারা পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ (জাতীয় সড়ক ৭০১) এবং শোপিয়ান বাইপাস নির্মাণ (জাতীয় সড়ক ৪৪৪), যার মোট ব্যয় ১,৯৫২ কোটি টাকা। এছাড়াও, শ্রীনগরের সাংগ্রামা ও বেমিনা জাংশনে নির্মিত দুইটি ফ্লাইওভার উদ্বোধন করা হবে, যা শহরের যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাতা বৈষ্ণো দেবী ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এক্সেলেন্স, কাটরারও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য এই প্রতিষ্ঠানটি রেইসি জেলার প্রথম মেডিকেল কলেজ হিসেবে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক নতুন অধ্যায় সূচিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক টুইটে বলেন, "৬ জুন জম্মু ও কাশ্মীরবাসীর জন্য একটি বিশেষ দিন। চিনাব ব্রিজ শুধুই একটি স্থাপত্যিক বিস্ময় নয়, এটি জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির প্রতীক। অঞ্জি ব্রিজ, দেশের প্রথম কেবল-স্টেইড রেল ব্রিজ, কঠিন ভূ-প্রকৃতিতেও নির্মিত হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "ড্ডছ্হ্ক্ট্র্জ প্রকল্প সর্বমৌসুমে নিরবিচ্ছিন্ন রেল সংযোগ নিশ্চিত করবে এবং বন্দে ভারত ট্রেন যাত্রা উপত্যকার আধ্যাত্মিক পর্যটন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।"

এই প্রকল্পগুলি কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতির নিদর্শন নয়, বরং জম্মু ও কাশ্মীরের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংহতিকে ত্বরান্বিত করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বৃক্ষরোপণ, 'একটি গাছ মায়ের নামে অভিযান-২.০'-এর সূচনা

নতুন দিল্লি, ৫ জুন: কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজ নতুন দিল্লিতে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং 'একটি গাছ মায়ের নামে' অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় তথা অভিযান-২.০-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

এই উপলক্ষে মন্ত্রী মিশন লাইফ উদ্যোগের আওতায় ইকো ক্লাবগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশেষ ওয়েব পোর্টাল, অভিযানের জন্য একটি বিশেষ

MEMORANDUM

The last date of submission of application for ex-cadre post of (i) Chief Engineer, PMGSY & Empowered Officer, Tripura Rural Road Development Agency (TRRDA), (ii) Chief Engineer, PWD (National Highway) and (iii) Chief Engineer, PWD (Buildings) under Public Works Department, Government of Tripura circulated on 08.05.2025 has been extended up to 20.06.2025 due to administrative reasons.
All other terms and conditions of the advertisement will remain unchanged.
The details in this regard are available in the advertisement placed on the website of
PWD, Government of Tripura i.e. https://pwd.tripura.gov.in.
ICA/D-331/25

(Rajib Paul) Deputy Secretary, PWD

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e-tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 24/06/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Repairing of Dysfunctional Girls Toilet at PM Shri Tuimadhu High School under Mungiakami Block, Khowai District for the year 2023-24. PNIeT No-30/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 DNIeTNo:-22/EE/ENGG.CELL/SAMAGRA/2025-26	Rs. 100000.00	Rs.2000.00	30 days	Up to 3PM 24/06/2025	At 25/06/2025 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Major Repairing of Existing School buildings in 2 nos School West Santinagar High School and Tuimadhu High School under Kalyanpur and Mungiakami block Khowai District under PM SHRI PNIeT No-31/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 DNIeTNo:-23/EE/ENGG.CELL/SAMAGRA/2025-26	Rs.900000.00	Rs.18000.00	60 days	Up to 3PM 24/06/2025	At 25/06/2025 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C 867/25

(Er.B Ch. Das) Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

PNIET No.: 11/EE/UDP-DIVN/UDP/2025-26, Dated. 31.05.2025

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered- with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date & time for document downloading & bidding	Time & Date of opening of Bid
1	24/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,24,426.29	Rs. 48,489.00	120 Days	Up to 03.00 PM on 10.06.2025	At 04.00 PM on 10.06.2025, if Possible.
2	25/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,24,771.72	Rs. 48,495.00	120 Days		
3	26/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,26,581.80	Rs. 48,532.00	120 Days		

• All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in.
• Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/878/25

(Er. H. Majumder) Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division Gomati District, Tripura.

ভারতীয় রেলওয়ের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে ক্লিন ট্রান্সপোর্ট গ্রহণের প্রচেষ্টা জোরদার: রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ভারতীয় রেলওয়ে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করতে পরিবহণের পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি গ্রহণের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করেছে। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষিত 'পঞ্চামৃত' লক্ষ্যের অংশ, যার লক্ষ্য ২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো কার্বন নিঃসরণ অর্জন।

এক ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধে রেলমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় রেলওয়ে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নেট-জিরো লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি জানান, রেল কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে সড়কপথের পরিবর্তে রেলপথে পণ্য পরিবহণে জোর দিচ্ছে এবং পরিবেশবান্ধব, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের ব্যবহার বাড়াচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, "গত এক বছরে ৭০০ কোটিরও বেশি যাত্রী ভারতীয় রেলে ভ্রমণ করেছেন। ভারতীয় রেল শুধু দেশের প্রাণরেখাই নয়, বরং একটি সবুজ ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শকও বটে।"

তিনি আরও জানান, ২০১৩-১৪ সালে যেখানে ভারতীয় রেলে মাল পরিবহণ ছিল এক হাজার মিলিয়ন টন, তা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬১৭ মিলিয়ন টনে। এই অগ্রগতির ফলে ভারতীয় রেল মালবাহী পরিবহণে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে ১৪৩ মিলিয়ন টনেরও বেশি কার্বন নিঃসরণ রোধ সম্ভব হয়েছে, যা প্রায় ১২১ কোটি গাছ লাগানোর সমান।

অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, সড়কপথের তুলনায় রেলপথে মাল পরিবহণের খরচ প্রায় ৫০ শতাংশ কম। এর ফলে গত এক দশকে ৩.২ লাখ কোটি টাকার লজিস্টিক খরচ সাশ্রয় হয়েছে।

রেলমন্ত্রী আরও জানান, শক্তিতে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতের ৯৯ শতাংশ ব্রডগেজ রেললাইন এখন বিদ্যুতায়িত, ফলে আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশন, কারখানা ও কর্মশালাগুলিতে হরিত শক্তির ব্যবহার করছে এবং রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে যৌথভাবে ট্রেন চলাচলে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়াচ্ছে।

শেষে তিনি আশাপ্রকাশ করে বলেন, ভারতীয় রেল এই বছরই নির্ধারিত সময়ের পাঁচ বছর আগেই নেট-জিরো নিঃসরণ লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

আমেরিকায় সুশক্তভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান তুলে ধরলেন শশী থারুর

ওয়াশিংটন, ৫ জুন: কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বে একটি বহু-দলীয় প্রতিনিধি দল আমেরিকায় বিভিন্ন নেতা, শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কঠোর ও নীতিগত অবস্থান জোরালোভাবে তুলে ধরেছে।

ওয়াশিংটনে মার্কিন কংগ্রেসের বৈদেশিক বিষয়ক কমিটির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শশী থারুর জানান, সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা এবং আত্মরক্ষার অধিকার নিয়ে ভারতের অবস্থানে সকলে সমর্থন প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা আমেরিকার এই নিঃশর্ত এবং দৃঢ় সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞ।"

কমিটির চেয়ারম্যান ব্রায়ান মাস্ট সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "সন্ত্রাসী হামলার জন্য পৃথিবীতে কোনো স্থান নেই। যখন কেউ আপনাকে আক্রমণ করে, তখন প্রতিরোধ ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না।"

এদিকে, জনতা দল (ইউ)-এর সাংসদ সঞ্জয় ঝা-র নেতৃত্বে আরেকটি বহু-দলীয় প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডিএমকে সাংসদ কণিমোঝির নেতৃত্বে অন্য একটি দলও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছে।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নীতিগত ও শক্ত অবস্থান বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পাঠানো সাতটি বহু-দলীয় প্রতিনিধি দলের মধ্যে পাঁচটি ইতিমধ্যেই তাদের সফল বিদেশ সফর সম্পন্ন করে দেশে ফিরে এসেছে। সফরের সময়, তারা বিভিন্ন দেশের নেতা, শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রভাবশালী থিঙ্ক ট্যাংক, মিডিয়া এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

এই মামলার শুনানি ২৯ জুলাই নির্ধারিত হয়েছে।

তন্ময় শর্মা ১৯৮৭ সালে ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক হন এবং দিল্লির সফদারজং হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ করেন। এরপর তিনি বিদেশে চলে যান এবং মনোরোগ গবেষণা ও আসক্তি চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন।

তিনি প্রয়াত ফণী শর্মার পুত্র গুয়াহাটির বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও অনুরাধা, রূপায়ণ এবং অনুপমা সিনেমা হলগুলোর প্রাক্তন মালিক। ২০১৭ সাল থেকে শর্মার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে এফবিআই, যার আওতায় তাঁর চিকিৎসাকেন্দ্র, সান ক্লেমেন্টের সদর দপ্তর ও সান হুয়ান ক্যাপিসত্রানোর বাসভবনে একাধিক তল্লাশি চালানো হয়।

তন্ময় শর্মা মানসিক স্বাস্থ্য ও 'ডুয়াল ডায়াগনোসিস' চিকিৎসা বিষয়ে একাধিক বইয়ের লেখক হিসেবেও পরিচিত। তাঁর গ্রেফতারের খবরে অসম প্রবাসী সমাজ এবং বৈশ্বিক চিকিৎসা মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING SHORT QUOTATION NO. :- 06/AGRI/EE/WEST/2024-25
Date-04/06/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura', sealed separate quotations are invited from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 1 (One) No. Maruti EECO Vehicle for use of Superintending Engineer, West District, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Tripura for a period of 12(Twelve) Months.

Sl. No.	Description of work	Quantity	Cost of document	Last date & time for receipt of application & issue of Quotation	Issue of Bidding	Bidding document Selling & Dropping Center	Date & time for dropping of quotation	Opening date & Time
1.	Hiring of Maruti EECO vehicle for use of Superintending Engineer, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Tripura for a period of 12(Twelve) Months. (DNIQ NO. 05/AGRI/EE/WEST/2025-26)	1(One) No.	Rs.1,000/- only	During office hours upto 04:00 PM on 10/06/2025	upto 04:00 PM on 12/06/2025	Office of the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala, Tripura.	Up to 3.00 P.M. on 13/06/2025	On 15/06/2025 at 4.00 P.M

ICA/C-869/25

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West, Div-I),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/05/2025-26

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	CLASS OF TENDER
1	EE-IED/UDP/07/2025-26	₹ 6,10,186.00	₹ 12,204.00	365 Days	Up to 15.00 Hrs. on 18/06/2025	At 15.30 Hrs. on 18/06/2025	Appropriate Class
2	EE-IED/UDP/08/2025-26	₹ 6,14,136.00	₹ 12,283.00	365 Days			
3	EE-IED/UDP/14/2025-26	₹ 4,70,432.00	₹ 9,409.00	30 Days			
4	EE-IED/UDP/15/2025-26	₹ 14,53,543.00	₹ 29,071.00	60 Days			

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement
ICA/C/876/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Buddha Jamatia)
Executive Engineer
Udaipur, Gomati, Tripura
Internal Electrification Division

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আগরতলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রচার র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন সময় ফল খাওয়া উচিত কখন ফল খাওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা। আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির ''ফার্মেন্টেশন''র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়।

ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর আমাদের বিপাক ধীর হয়ে যায় এবং কার্বস হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

খাবারের সঙ্গেও ফল যোগ করা উচিত নয় বা খাবারের পরপরই খাওয়া উচিত নয়। খাবার এবং ফল খাওয়ার মাঝে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশিরভাগ ফলই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। দ্রুত শক্তির একটি দুর্দান্ত উৎস হচ্ছে ফল, তবে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে।

চুলের দুর্গন্ধ কিভাবে সুগন্ধে রূপান্তরিত করবেন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ চুল। শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত চুল আমরা কেউই পছন্দ করি না। চুলে দুর্গন্ধ হলে তা অনেক সময় বিরক্তির কারণও হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? আপনারো যদি একই প্রশ্ন থাকে তবে এ প্রতিবেদনটি আপনাকে সাহায্য করবে। চুলের জন্য সুগন্ধযুক্ত বিশেষ সিরাম ও শ্যাম্পু তৈরি করা যায়। এগুলো খুব সহজেই আপনি চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই চুলের সুগন্ধি বানানো খুব সহজ ও সাশ্রয়ীর পাশাপাশি পুষ্টিকর এবং বিষমুক্তও।

একটি কাচের বাটিতে, ১ টেবিল চামচ ভেষজ তেল নিন। এর সঙ্গে ১০-১২ ফোঁটা প্রয়োজনীয় সুগন্ধি তেল যোগ করুন। পছন্দমতো ল্যাভেন্ডার বা জুঁই ফুলের সুগন্ধি দিতে পারেন। এর পর এর সঙ্গে আধা কাপ পরিশোধিত গোলাপ জল মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। বাইরে বেরোনোর আগে বা যখনই আপনার মনে হবে 'আপনার চুলে সুগন্ধ ও চমক প্রয়োজন, এটি স্প্রে করুন।

ভেষজ তেল চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং পুষ্ট করে, পাশাপাশি চুলের আগা ফাটা প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা সুগন্ধি তেল চুলের দুর্গন্ধ দূর করে ও চুল পুনর্জীবিত করতে সহায়তা করে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিলে এটি ভাল ঘুমের আমেজ তৈরিতেও সহায়তা করে। অন্যদিকে গোলাপ জল মাথার ত্বকের শুষ্কতার সঙ্গে খুশকি এবং চুলকানি কমায়।

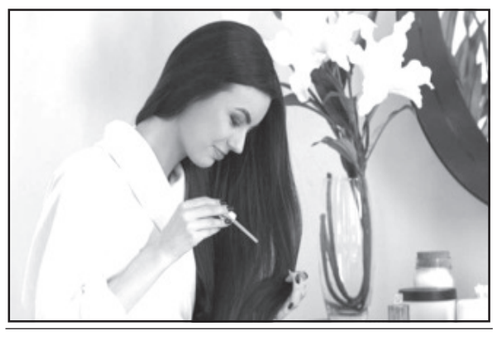

গুড় খাওয়ার ফলে যে উপকার গুলি পাবেন জেনেনিন

সারা দিনের নানা কাজকর্মের শেষে অনেক সময় শরীরে আর শক্তি থাকে না। অসম্ভব ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগে সারাদিন। এমন অবস্থায় হাতের কাছে একটি পানীয় হতে পারে আপনার সকল ক্লান্তির চিকিতসা। হালকা গরম জলেতে গুড় মিশিয়ে খেলেই দূর হবে সব ক্লান্তি।

গুড়ে কার্বোহাইড্রেট আছে, তাই এটি শরীরে তাতক্ষণিক এনার্জি জোগাতে সক্ষম হয়। শুধু এনার্জির জোগান দেওয়া নয়, গুড় শরীরের পক্ষে নানা দিক দিয়েই ভালো। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গুড়ের নানা উপযোগিতার কথা বলা আছে। ওষুধের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রাকৃতিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে গুড়ই যথেষ্ট। তবে রিফাইন করা চিনির চেয়ে আখ বা খেজুরের রস দিয়ে তৈরি গুড় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ভালো। এনার্জির জোগান দেওয়া ছাড়া গুড় জল আর কি কি করে উপকার করে শরীরের, সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

মেটাবলিজম ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় :

ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি ১, বি ৬ ও ভিটামিন সি দ্বারা পরিপূর্ণ হল গুড়। এছাড়াও এতে আছে জিঙ্ক, সেলেনিয়াম ইত্যাদির মতো খনিজ। তাই সকালে বা রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে গুড় জল পান তা মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয় আর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও দৃঢ় করে।

ওজন কমায় : বেশিরভাগ সময়ই আমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বলি যে মিষ্টি খেলেই ওজন বাড়ে। কিন্তু মিষ্টি খেলেও যে ওজন কমে, এটা কী ভাবে সম্ভব? গুড়ের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। গুড়ে পটাসিয়াম আছে বলে এটি শরীরে ইলেকট্রোলাইট সমতা বজায় রাখে। তাই জল ধরে রাখার ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায় আর বাড়তি মেদও কমে। পেশি গঠনেও সাহায্য করে গুড়। শরীর সুস্থ রাখে : গুড় প্রাকৃতিকভাবে লিভার পরিস্রুত করে এবং রক্তও পরিষ্কার করে। নিয়মিত গুড় খেলে ত্বকের উজ্জলতা বাড়বে এবং শরীর টক্সিনমুক্ত হবে।

ঘুমের ওষুধ খেয়েও চোখে ঘুম নেই? ওষুধ ছাড়াই ঘুম আসবে যেভাবে জানুন

সমস্যার নাম ঘুমের অসুখ। আক্রান্তের হিসেব শুনলে আঁতকে ওঠার কথা! শিশু থেকে বয়স্ক, বিশ্বে শতকরা প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ ঘুমের অসুখে আক্রান্ত। সারাদিন পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম না আসার সমস্যা নতুন নয়। এপাশ ওপাশ করতে করতেই রাত শেষ হয় অনেকের। এমন সমস্যা কি আপনারও? ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে প্রায়ই? কিন্তু জানেন কি, ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি মানেন সহজ কিছু নিয়ম, তাতেই ঘুম হবে গাঢ়।

১. পা ভিজে রেখে ঘুমতে যাবেন না। চিকিতসকদের মতে, শরীরের তাপমাত্রার একাংশ নিয়ন্ত্রণ করে পা। তাই পা ভেজা থাকলে শরীরের তাপমাত্রায় ভারসাম্য থাকে না। কাজেই ভাল করে পা মুছে, শুকনা পায়ে উঠুন বিছানায়।

২. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ফোন থেকে দূরে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে ব্যাঘাত ঘটায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। তাই ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্রুপ চ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

৩. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ল্যাপটপ বা মোবাইলে ওয়েব সিরিজ-ছবি না দেখে, বরং কিছুক্ষণ বই পড়ুন। বই পড়লে মাথা শান্ত হয়। ফলে নিমেষেই ঘুম আসে। খবরের কাগজও পড়তে পারেন।

৪. ঘুমাতে যাওয়ার দু-ঘণ্টা আগে সারুন রাতের খাওয়া। চার ঘণ্টা আগেই নিয়ে নিন সেদিনের শেষ কফি বা চা। এই দুই নিয়মে অভ্যস্ত হতে পারলে ঘুম আসবে সহজেই।

৫. তোষক ও বিছানাও কিন্তু ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর অন্যতম কারণ। খেয়াল রাখুন, সেসবের গুণগত মান যেন উন্নত হয়। আরামদায়ক তোষকে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে হয়। স্নায়ু ও পেশী আরাম পায়। ঘুম আসে নিমেষে।

৬. ঘুমনোর আগে স্নান করুন। ঠান্ডা লাগার অভ্যাস না থাকলে এটি করে দেখুন। কাজে আসবে দারুণ। ঘুমের মানও ভালো হবে। শরীর থাকবে ঝরঝরে।

জানেন কি লেবুর রসে নয়, উপকার বেশি খোসায়!

যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবুর কোন জুড়ি নেই। এর সাথে লেবুর আছে সুঘ্রাণ। যা খাবারে তৃপ্তি দেয়। অনেকে আবার সুস্থতার জন্য সকালে লেবু জল পান করে থাকে। তবে আমরা লেবুর রস রেখে খোসাটা ফেলে দেই। কারণ আমরা জানিই না যে এই খোসাতে আছে কত অজানা ও চমতকার সব উপকারিতা। লেবুর রসের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি ভিটামিন আছে লেবুর খোসায়। লেবু আমাদের স্বাস্থ্য, ত্বক এবং চুলের জন্যেও খুবই উপকারি। খোসাতে আছে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের মত খনিজ উপাদান, ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

চলুন জেনে নেই লেবুর খোসার জাদুকরী উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ত্বকের সানবার্ন প্রতিরোধ করতে লেবুর খোসা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতে ত্বকের পোড়াভাব সহজেই দূর হয়। পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান।

২. লেবুর খোসা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খুব সহজেই।

৩. দেহের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও লেবুর খোসা অনেক উপকারী।

৪. এতে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি থাকায় দাঁতের জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুর খোসা দাঁতের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। হাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন, পলি আর্থারাইটিস, অস্টিওপরোসিস এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থারাইটিস প্রতিরোধ করে।

৫. প্রত্যহ লেবুর খোসা খেলে শরীরে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

৬. লেবুর খোসা শরীর থেকে স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

৭. লেবুর খোসাতে আছে সয়ালভেসস্ট্রল কিউ ৪০ ও লিমোনেন্স, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে, বাকটেরিয়াল ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপ কমায়।

৮. আমাদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখে লেবুর খোসা, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিভিন্ন হৃদরোগ যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

সোনামণির বাহারি মশারি

ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ নানা রোগে এখন আক্রান্ত হচ্ছে সব বয়সী মানুষ। শিশুরা তো আরও ঝুঁকিতে। মশারি ব্যবহার করলে মশার এই অত্যাচার থেকে নিজে যেমন বাঁচতে পারবেন, তেমনি বাঁচাতে পারবেন আপনার সন্তানকেও। তাই ব্যাঘাতহীন ঘুমের জন্য মশারি ব্যবহার উত্তম এবং নিরাপদও। বাজারে শিশুদের জন্য আছে বাহারি মশারি। এসব মশারি যেমন শিশুকে নিরাপদ রাখবে, তেমনি রঙিন মশারি ঘরে যোগ করবে বাড়তি সৌন্দর্য।

মশা থেকে বাঁচতে

নিজ ঘরে মশা থেকে বাঁচার সবচেয়ে সস্তা, দীর্ঘস্থায়ী, কার্যকর এবং নিরাপদ উপায়টির নাম মশারি। কয়েল বা ওষুধে মশা না—ও মরতে পারে, তবে চারদিক গুঁজে নিয়ে এবং ভেতরে মশা নেই, সেটা নিশ্চিত করে মশারির ভেতর ঢুকে বসে থাকলে মশা যে কামড়াতে পারবে না, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নিউমার্কেটের মশারি ও পর্দার দোকান মায়ের দোয়া স্টোরের বিক্রয়কর্মী আশিক হোসেন জানান, সারা বছর ছোট মশারি কমবেশি চলে।

ছোটদের মশারি

ঢাকার গুলশান ১ নম্বরের এনডিসিসি মার্কেটে মশারি কিনতে এসেছেন গৃহিণী ফারজানা খন্দকার। তিনি বলেন, 'আমার আট মাসের সন্তানের জন্য বাহারি মশারি কিনতে এসেছি। দিন দিন মশাবাহিত রোগ বাড়ছে। আমার সন্তান যেহেতু সারাক্ষণ শুয়েই থাকে, তাই দেখতে সুন্দর, এমন মশারি কিনতেই মার্কেটে আসা।'

ছোট শিশুদের জন্য আলাদা মশারি বেশ জরুরি। কারণ, শিশুরা একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তখন বড় মশারি টানিয়ে রাখা বেশ ঝামেলার। আর না টানালে মশার উৎপাতে আপনার সোনামণি আরামে ঘুমাতে পারবে না। তা ছাড়া ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ায় শিশুদের দিনের বেলায় ঘুম পাড়ালেও মশারি টানানো জরুরি। এ ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ছোট মশারি ব্যবহারই সুবিধাজনক। আর এখন বাজারে শিশুদের জন্য বাহারি সব মশারিও পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনোটি চেইন দিয়ে তৈরি ঘরের মতো। একে স্প্রিং মশারি বলে। কোনোটি আবার লোহার দণ্ডের সঙ্গে নেট প্যাঁচানো। কোনোটি আবার ছাতার মতো খোলা যায়। কিছু আবার আছে বিছানাসহকারে তৈরি বেড সেটিং মশারি।

আপনি চাইলে মশারি রেডিমেড কিনতে পারেন আবার বানিয়েও নিতে পারেন। তবে রেডিমেডের চেয়ে বানানো মশারিই বেশি টেকসই। অবশ্য এ জন্য খরচাপাতিও একটু বেশি গুনতে হবে। সাধারণত মশারির নেট কাপড় এবং সাইজের ওপর নির্ভর করে এর দরদামের পার্থক্য।

ব্রকলি খাওয়ার উপকারিতাগুলি জেনেনিন

শীতকালীন সবজি ব্রকলি। অনেকটা ফুলকপির মতো দেখতে সবুজ রঙের এই সবজির চাহিদা এখন সর্বত্র। চায়নিজ খাবারের সঙ্গে দেশি খাবারেও ব্যবহৃত হচ্ছে ব্রকলি। কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় ব্রকলি।

ওজন কমাতে : ব্রকলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, তাই অনেক খেলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওজন কমানোর জন্য ক্ষুধা লাগলে ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে। সুস্বাদু : সালাদে এবং দেশি বা বিদেশি স্টাইলে রান্না করলে ব্রকলি খেতে অনেক সুস্বাদু মনে হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : নিয়মিত ব্রকলি খেলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়।

পুষ্টিগুণ : ক্যালোরির পরিমাণ কম হলেও ব্রোকলিতে যে ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে, তা শরীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাড় সুস্থ রাখতে : ব্রকলিতে ক্যালসিয়াম বেশি থাকায় হাড় শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট : ব্রকলিতে ভিটামিন কে, আয়রন আর পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ ফ্ল্যাভিনয়েড, লিউটেন, ক্যারোটিনয়েড, বিটা-ক্যারোটিনসহ উচ্চমানের নানা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এ সময় সুস্থতার জন্য তাই খাদ্যতালিকায় ব্রকলি রাখুন।

বিপাকক্রিয়া : ব্রকলি এমন একটি সবজি, যা পেটে কোনো সমস্যা তৈরি করে না এবং সহজেই হজম হয়।

ত্বক সুন্দর রাখতে : ব্রকলিতে থাকা ভিটামিন "সি" ত্বক সুন্দর ও মসৃণ রাখে। এ ছাড়া ব্রকলি খেলে বয়সের ছাপ চেহারায় পড়ে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" থাকায় তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া ঠাণ্ডা কাশিও প্রতিরোধ করে ব্রকলি।

বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেয়েই কমবে ওজন

চটজলদি ওজন কমাতে চাইলে আগেই বদলে ফেলতে হয় ডায়েটের রোজনামচা। স্বাস্থ্যকর খাবার মানেই অনেকে প্রাতরাশে ওট খেতে শুরু করেন। কারণ, এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও নানা ধরনের খনিজ পুষ্টির উপাদান। অনেকেই ওটের পুষ্টিগুণ বাড়াতে এর সঙ্গে পছন্দের ফল মিশিয়ে খান। কেবল সকালেই নয়, আপনি কিন্তু চাইলে দুপুরের কিংবা রাতের খাবারেও ওট রাখতে পারেন।

বহু পুষ্টিবিদ ক্যালোরি মেপে খাওয়ার পরামর্শ দেন, তাঁরা রাতের কিংবা দুপুরের খাবারে কী খাবেন, বুঝতে পারেন না।

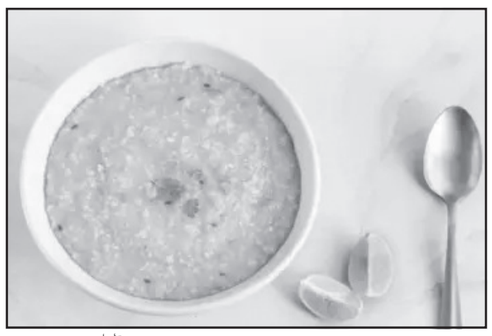

সে ক্ষেত্রে ওটই করতে পারে আপনার মুশকিল আসান। ওট দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন সুস্বাদু খিচুড়ি। রইল ১৮০ ক্যালোরির মধ্যেই দুপুর কিংবা রাতের খাবার বানিয়ে ফেলার রেসিপির হদিস।

উপকরণ: ওট: ৫০ গ্রাম, মুগ ডাল: ৫০ গ্রাম

কড়াইশুঁটি: ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ: ১টি, (কুচি করে কাটা), গাজর: ১টি (কুচি করে কাটা), ঘি: ২ টেবিল চামচ, টম্যাটো: ১টি (ছোট করে কাটা), আদা: ১ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা: ৩-৪টি, হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ হিং: আধ চা চামচ, নুন: স্বাদ মতো

গোটা জিরে: আধ চা চামচ, ওট দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন সুস্বাদু খিচুড়ি। ছবি: শাটারস্টক

প্রণালী:

একটি কুকারে ঘি গরম করে তাতে জিরে ফোড়ন আর হিং দিন। হালকা ভাজা হয়ে এলে তাতে পেঁয়াজ, টম্যাটো, আদা ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। তার পর গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এ বার ওট, ডাল আর সব রকম সব্জি দিয়ে ভেজে নিন। স্বাদমতো নুন, সামান্য জল দিয়ে কুকারের ঢাকনা দিয়ে একটি সিটি দিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে ওট খিচুড়ি।

বৃহস্পতিবার এনএসইউ'র উদ্যোগে শিক্ষা ভবনে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 'এক পেড় মা কে নাম' উদ্যোগে অংশ নিয়ে অরাবল্লি সবুজ প্রাচীর প্রকল্পকে জোরদার করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ দিল্লির ভগবান মহাবীর বনস্থলী পার্কে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। এই উদ্যোগ 'এক পেড মা কে নাম' অভিযানের অঙ্গ হিসেবে পরিবেশ রক্ষার সংকল্পকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।প্রধানমন্ত্রী অরাবল্লি পর্বতশ্রেণির পুনরোদ্ধার ও পুনরায় বনায়নের লক্ষ্যে 'অরাবল্লি গ্রীন ওয়াল প্রকল্প'-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি জানান, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এই পর্বতশ্রেণি গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা ও দিল্লি জুড়ে বিস্তৃত এবং বহু পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, যেগুলির মোকাবিলায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অরাবল্লি অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি নতুন রোপণ প্রযুক্তি উৎসাহিত করা হবে, বিশেষত শহর ও আধা-শহর এলাকায় যেখানে স্থানাভাব রয়েছে। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমগুলি 'মেরি লাইফ' পোর্টালে জিও-ট্যাগ করে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে।"তিনি দেশের যুবসমাজকে এই উদ্যোগে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে অনুরোধ করেন।এক্স-এ এক থ্রেডে প্রধানমন্ত্রী লেখেন: "অরাবল্লি পর্বতশ্রেণি পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্বতগুলির একটি, যা গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং দিল্লি জুড়ে বিস্তৃত। গত কয়েক বছরে এই পর্বতশ্রেণিকে ঘিরে নানা পরিবেশগত সমস্যা সামনে এসেছে, যেগুলির মোকাবিলায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জল সংরক্ষণ, ধুলোর ঝড় প্রতিরোধ, থার মরুভূমির পূর্বমুখী বিস্তার রোধ — এইসব বিষয়ে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দেব।"

"আমাদের যুবসমাজ এগিয়ে এসে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা পালন করুক, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। সকলে মিলে আমাদের গ্রহকে আরও সবুজ করে তুলুন।"

এই কর্মসূচি শুধু একটি প্রতীকী বৃক্ষরোপণ নয়, বরং দেশের পরিবেশগত পুনর্জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মত পরিবেশবিদদের।

ভারত-কিরগিজস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি কার্যকর হল আজ থেকে, দিল্লিতে স্বাক্ষর ও দলিল বিনিময়

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: ৫ জুন থেকে ভারত ও কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হল। নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ভারতের অর্থমন্ত্রী ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন এবং কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী জিনবেক কুলুবায়েভ মোলদোকানোভিচ এই বিআইটি-এর প্রোটোকলে স্বাক্ষর করেন এবং র‍্যাটিফিকেশনের দলিল বিনিময় করেন।

উল্লেখ্য, এই বিআইটি মূলত ২০১৯ সালের ১৪ জুন বিশকেকে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং এটি আজ থেকে কার্যকর হলো।

নতুন চুক্তিটি ২০০০ সালের ১২ মে থেকে কার্যকর পূর্ববর্তী চুক্তিকে প্রতিস্থাপন করবে, যাতে দুই দেশের বিনিয়োগ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথমেই রয়েছে টেকসই উন্নয়নের উপর জোর, যা এর প্রস্তাবনাতেই প্রতিফলিত হয়েছে। এটি বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও দায়িত্বশীল ও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। বিনিয়োগের সংজ্ঞা এই চুক্তিতে প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল, যেখানে কোন সম্পদগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কোনগুলো হবে না, তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য যেমন মূলধন, লাভের প্রত্যাশা, ঝুঁকি গ্রহণ এবং হোস্ট রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ — এসব দিক বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

চুক্তিটি রাষ্ট্রকে নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করে। স্থানীয় সরকার, ট্যাক্স ব্যবস্থা, সরকারি ক্রয়, বাধ্যতামূলক লাইসেন্স ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তির আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে, যাতে এই সংবেদনশীল নীতিগত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে বিনিয়োগের আচরণ সংক্রান্ত জাতীয় আচরণ, জমি অধিগ্রহণ ও আর্থিক লেনদেনের বিধানও এতে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অতীতে বিভিন্ন বিআইটি-এ থাকা মোস্ট ফেভারড নেশন শর্তটি এই চুক্তিতে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ এর মাধ্যমে অনেক সময় বিনিয়োগকারীরা হোস্ট দেশের অন্য চুক্তি থেকে সুবিধাজনক শর্ত 'আমদানি' করতেন। চুক্তিটি দুটি স্তরের ব্যতিক্রমের কথাও উল্লেখ করেসাধারণ ও নিরাপত্তাজনিত। এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা, নৈতিকতা এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো নীতিগত গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ রাখা হয়েছে।

সবশেষে, চুক্তিতে বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক ফোরামে যাওয়ার আগে স্থানীয় প্রতিকার নিঃশেষিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এতে করে রাষ্ট্র ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে সম্পর্ক আরও স্বচ্ছ ও ন্যায্য ভিত্তিতে পরিচালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, এই বিআইটি দুই দেশের মধ্যে একটি স্বচ্ছ ও স্থিতিশীল বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে তুলবে এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে। ভারত ও কিরগিজস্তানের মধ্যে সীমান্ত-পার বিনিয়োগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

সৈনিক স্কুল চিতোরগড়ে ছাত্রদের উদ্দেশে উপ-রাষ্ট্রপতির হৃদয়স্পর্শী ভাষণ: 'আমার প্রকৃত জন্ম এই বিদ্যালয়ে'

চিতোরগড়, ৫ জুন: ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় সৈনিক স্কুল চিতোরগড়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক আবেগময় ভাষণ প্রদান করেন, যেখানে তিনি নিজের ছাত্রজীবনের স্মৃতি ও জাতীয় গর্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমি গর্বিত চিতোরিয়ান। কিথানা গ্রামে আমার জৈবিক জন্ম হলেও আমার আসল জন্ম হয়েছে সৈনিক স্কুল চিতোরগড়ে। এখানেই আমি শিখেছি শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ, পরিবেশ সচেতনতা ও সমাজবদ্ধ জীবনযাপন।"

চিতোরগড় দুর্গ, বিজয় স্তম্ভ, কীর্তি স্তম্ভ ও মহারাণা প্রতাপের ঐতিহাসিক গুরুত্বের উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এই ইতিহাস আমাদের অহংকার, যা দেশপ্রেম ও আত্মবিশ্বাস জাগায়।" তিনি ভারতের ৫,০০০ বছরের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের কথা তুলে ধরে বলেন, "বিশ্বে আমাদের সভ্যতা ঈর্ষার কারণ, প্রতিযোগিতার নয়।"

তিনি বলেন, 'সৈনিক স্কুলে পড়াশোনা করা ভাগ্যের ব্যাপার, কারণ এখানকার শিক্ষার্থীরা মূলত গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকা থেকে এলেও তারা মেধাবী ও সম্ভাবনাময়।"

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের জন্মদিনের প্রসঙ্গে এসে তিনি গোরখপুরে নতুন সৈনিক স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, 'সৈনিক স্কুলে এখন ছেলে ও মেয়েরা সমানভাবে সুযোগ পাচ্ছে এটি জাতীয় অগ্রগতির প্রতীক। মেয়েরা আজ কমব্যাট পাইলট, পুলিশ, ঙ্খঞ্চ-এ কাজ করছে এবং জ্জছট্টঞ্জ-তে 'রকেট উইমেন' হিসেবে নাম কুড়োচ্ছে।"

মেয়েদের জন্য লোকসভা ও বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্তকে "ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী" বলে অভিহিত করেন উপ-রাষ্ট্রপতি।

দেশের প্রতিরক্ষা শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, "পাহালগামের বর্বরতার প্রতিশোধ হিসেবে বাহাওয়ালপুর ও মুরিদকেতে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ধ্বংস করে আমাদের সেনাবাহিনী গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। এই অভিযান ছিল অত্যন্ত নিখুঁত, লক্ষ্যভেদী ও নির্দোষ নাগরিকদের ক্ষতি না করে পরিচালিত।"

তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, "ফুটবল খেলায় জয়-পরাজয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও, খেলাধুলার চেতনা, পারস্পরিক বন্ধন ও সম্মান আরও বড় বিষয়।"

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "২০২৫ সালে আমি আবার চিতোরগড়ের সৈনিক স্কুল পরিদর্শনে আসব এবং আমার হাউস সাঙ্গা হাউসে যাব। সেটি আমার নস্টালজিয়ার কেন্দ্র।" তিনি ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে, আত্মবিশ্বাস রাখে এবং কখনও ব্যর্থতায় হতাশ না হয়।

তিনি বলেন, "চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য, গগনযানের প্রস্তুতি, এবং সারা বিশ্বে ভারতের নেতৃত্ব আজ প্রমাণ করে আমরা আর শুধু সম্ভাবনার দেশ নই, আমরা বাস্তবায়নের দেশ। আমাদের উত্থান এখন অপরিহার্য এবং অপ্রতিরোধ্য।"

ভাষণের শেষে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক আহ্বান উদ্ধৃত করেন: "উঠো, জাগো এবং লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।"

ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, "আপনারা আলাদা তাই সমাজে পার্থক্য গড়ে তুলুন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের মত প্রকাশ করুন, কারণ প্রতিভার কোনো ঘাটতি আপনাদের নেই।"

পঞ্জাবে কৃষি ও উদ্যানপালনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে: কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

লুধিয়ানা, ৫ জুন : 'বিকসিত কৃষি সংকল্প অভিযান'-এর অষ্টম দিনে পঞ্জাব সফরে এসে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, পঞ্জাব শুধু দেশের খাদ্যভাণ্ডার হিসেবেই নয়, উদ্যানপালনের ক্ষেত্রেও বিশাল সম্ভাবনার দ্বার খুলে রেখেছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্জাবের কৃষিমন্ত্রী শ্রী গুরমিত সিং খুড়িয়ান, জ্জঙ্খঞ্জ্ট-এর মহাপরিচালক ও ঙ্গঞ্জ্টক্ক-এর সচিব ড. এম. এল. জাট, পঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ একাধিক বিজ্ঞানী ও প্রশাসনিক আধিকারিক।

কৃষিমন্ত্রী চৌহান জানান, "ল্যাব টু ল্যান্ড" মডেলের মাধ্যমে এই অভিযান কৃষি গবেষণা এবং কৃষকদের মধ্যে ব্যবধান ঘোচানোর লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা মাঠে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছেন এবং স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফসল, মাটি ও আবহাওয়ার ভিত্তিতে উৎপাদন বাড়ানোর দিশা দিচ্ছেন। কীটনাশক ও রাসায়নিকের সঠিক ব্যবহারের উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, কৃষকদের সমস্যা বুঝতে তিনি নিজে ট্রাক্টর চালিয়ে মাঠে কাজ করেছেন এবং এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভবিষ্যতের কৃষিনীতি প্রণয়ন করা হবে।

পঞ্জাবের কৃষকদের অবদানের প্রশংসা করে চৌহান বলেন, "ভারত এক সময় ঞ্ঝজ্র-৪৮০ চুক্তির মাধ্যমে নিম্নমানের গম আমদানি করত, আর আজ সেই দিন পেছনে ফেলে আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর।"

তিনি কৃষকদের অভিনন্দন জানান এবং জানান, এই বছর গম, ধান, ভুট্টা, চিনাবাদাম, সয়াবিন, ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ধান চাষে 'ডাইরেক্ট সিডিং অফ রাইস (ঙ্গছট্র)' পদ্ধতি জলের অপচয় রোধ এবং খরচ কমাতে সহায়ক। এই পদ্ধতিতে উৎপাদন আগের

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিরল পাখি হত্যা করে ইউটিউবে ভিডিও, অসমের ধেমাজিতে তিন ইউটিউবার গ্রেফতার

ধেমাজি, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনই চাঞ্চল্যকর এক ঘটনায় ধেমাজি জেলার সিমেন চাপোরি এলাকায় তিন ইউটিউবারকে বিরল প্রজাতির বন্য পাখি হত্যা করে ইউটিউবে ভিডিও শেয়ার করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে বন দপ্তর ও পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা হল হস্তিনাপুরের মুনিন্দ্র মুশাহারী, এবং লামকা গ্রামের মহেশ্বর স্বর্গীয়ারি ও শিবিরাম স্বর্গীয়ারি। বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, পিটনি অঞ্চল ও কারদইগুড়ি গ্রামে এরা বন্য পাখি শিকার করে এবং ডিম সংগ্রহ করে। এই এলাকাগুলি জলপাখি, কমোরান্ট ও লেসার হুইসলিং ডাক-এর মতো দুর্লভ পাখিদের আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত।

অভিযুক্তরা গুলতি ব্যবহার করে পাখি শিকার করে এবং পাখিদের বাসা নষ্ট করে ডিম সংগ্রহ করে সেই দৃশ্য 'জাকরুব' নামক ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে। সেই ভিডিওগুলিতে পাখিদের নির্মমভাবে হত্যা এবং প্রাকৃতিক বাসস্থান ধ্বংসের দৃশ্য দেখা যায়, যা ব্যাপক জনরোষ এবং পরিবেশপ্রেমীদের প্রতিবাদ ডেকে আনে।

বন দপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপে ও সিমেন চাপোরি থানার সহযোগিতায় তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও চ্যানেল থেকে ওই ৩৩টি আপত্তিকর ভিডিও পরে মুছে ফেলা হয়, বন দপ্তর ইতিমধ্যে ভিডিওগুলোর কপি সংগ্রহ করেছে এবং সেগুলো মামলার প্রমাণ হিসেবে রাখা হয়েছে।

একজন সিনিয়র বন কর্মকর্তা বলেন, "এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, বিশেষ করে যখন এটি পরিবেশ রক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত একটি দিনে ঘটেছে। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।" তিনি জানান, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে অঞ্চলভিত্তিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু করা হবে।

এদিকে পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী তিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। এই ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য 'ভিউস'-এর পেছনে ছুটতে গিয়ে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে যেভাবে অবহেলা করা হচ্ছে, তা নিয়ে।

পশ্চিম গারো পাহাড়ে স্থগিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প শেষ করতে মেঘালয় মন্ত্রিসভায় ৩০ কোটি বরাদ্দ, নতুন হাইড্রো প্রকল্পেও সবুজ সংকেত

শিলং, ৫ জুন : পশ্চিম গারো হিলস জেলার তুরায় স্থগিত হয়ে থাকা গানোল স্টেজ-জ্জ ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পূর্ণ করার জন্য মেঘালয় মন্ত্রিসভা অতিরিক্ত ৩০ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে প্রকল্পটির মোট ব্যয় দাঁড়াল ৫৯০.৮৮ কোটি। দীর্ঘ বিলম্বের পর অবশেষে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার আরও একাধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। এর অংশ হিসেবে বহু বছর ধরে বন্ধ হয়ে থাকা কিনশি স্টেজ-জ্জ হাইড্রো প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করতে অ্যাথেনা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে একটি নতুন সমঝোতা স্মারক সই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রথমে ৪৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পরিকল্পনা থাকলেও কারিগরি সমীক্ষায় প্রকল্পটির বাস্তব ক্ষমতা ২৭০ মেগাওয়াট হিসেবে নির্ধারিত হওয়ায়, খরচজনিত কারণে কাজ থেমে যায়। অ্যাথেনা কোম্পানিও কম উৎপাদন ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে আগ্রহ হারিয়েছিল।

পাম্প স্টোরেজ ও সৌরবিদ্যুৎ উপাদান যোগ করার প্রয়াসও কেন্দ্র সরকারের নতুন গাইডলাইন অনুযায়ী অকার্যকর হয়ে পড়ে। তবুও রাজ্য সরকার অ্যাথেনার পূর্বে করা পরিবেশগত ছাড়পত্র ও স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে গঠিত সম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পটি এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এছাড়াও, রিয়াংদো ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষমতা ৩ মেগাওয়াট থেকে ৬ মেগাওয়াটে উন্নীত করতে ১৪ কোটি বরাদ্দ করেছে মন্ত্রিসভা। আইআইটি রুরকির একটি বিস্তারিত সমীক্ষায় প্রকল্পটির সম্প্রসারণ সম্ভাব্য ও লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সরকার আরও দুটি বেসরকারিভাবে অর্থায়িত হাইড্রো প্রকল্পকে অনুমোদন দিয়েছে, যেগুলো থেকে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবে। ২৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার নঙমের ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প একটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় চালু হবে, যেখানে রাজ্য সরকার উৎপন্ন বিদ্যুতের ৩০ শতাংশ কিনবে এবং অতিরিক্ত ১২ শতাংশ বিনামূল্যে পাবে।

একইভাবে, উমরান বেসিনে ১৩.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার উমরান হাইড্রো প্রকল্পও একই কাঠামোর অধীনে অনুমোদন পেয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করবে জেএমবি একুয়া প্রাইভেট লিমিটেড।

এই সমস্ত প্রকল্পের মাধ্যমে মেঘালয়ের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছে সরকার।

ভূমিধসের জেরে সিকিমের লাচেন-লাচুংয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের এয়ারলিফ, বাকি রাজ্যে পর্যটন স্বাভাবিক

গ্যাংটক, ৫ জুন : সিকিমের উত্তরাঞ্চলে ফিদাং সেতু ভেঙে পড়া এবং চ্যাটেন এলাকায় ভূমিধসের কারণে লাচেন ও লাচুং-এ প্রায় ১,৫০০ পর্যটক আটকে পড়েন। তবে রাজ্য সরকার ও সেনাবাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি বৃহৎ উদ্ধার অভিযান চালিয়ে পর্যটকদের নিরাপদে বের করে আনা হচ্ছে।

সিকিম প্রশাসন জানিয়েছে, লাচুংয়ে আটকে থাকা সব পর্যটককেই ইতিমধ্যে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে। তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে লাচেন থেকে পর্যটকদের বিমান পথে উদ্ধার অভিযান ধাপে ধাপে চালানো হচ্ছে।

সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার মঙ্গলবার থেকে চ্যাটেন হেলিপ্যাড থেকে অভিযান শুরু করে, এবং শত শত পর্যটককে পাকিয়ং-এর গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরে নিয়ে আসে। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে বাকি পর্যটকদেরও উদ্ধার করে আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং এক বিবৃতিতে জানান, বর্তমানে লাচেন ও লাচুং এলাকায় পর্যটন বন্ধ থাকলেও, রাজ্যের বাকি অংশে ভ্রমণ একেবারেই নিরাপদ এবং খোলা রয়েছে। তিনি বলেন, "সিকিম এখনও পর্যটকদের স্বাগত জানাচ্ছে। মাংগান জেলা ছাড়াও বাকি ছয়টি জেলায় সুন্দর পর্যটন কেন্দ্রগুলি পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত।"

তিনি আরও বলেন, রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়ে যে গুজব ছড়িয়েছে, তা ভুল। তিনি স্পষ্ট করে জানান, ২০২৩ সালের গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড -এর সাথে এই ক্ষয়ক্ষতির কোনও সম্পর্ক নেই। চলতি বছরের অস্বাভাবিক বর্ষণে এসব সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো দ্রুত মেরামতের জন্য সব রকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন।

উত্তর সিকিমে সংকট সত্ত্বেও রাজ্যের অন্যান্য অংশে পর্যটন কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য কর্মকর্তারা। পর্যটকদের উদ্দেশে তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন, পরিকল্পনা বাতিল না করে নির্দিধায় সিকিম ভ্রমণে এগিয়ে আসার জন্য।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মণিপুরে ৩০০টি গাছ রোপণ, লক্ষ্য আরও ২,০০০ গাছ লাগানোর

ইম্ফল, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রতীকী বার্তার পরিবর্তে বাস্তবিক উদ্যোগ নিয়ে ইম্ফল পশ্চিম জেলার চেইরাওচিং এলাকায় ৩০০টি গাছের চারা রোপণ করল মণিপুরের তিনটি বিশিষ্ট সংগঠন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল অল মণিপুর ইউনাইটেড ক্লাবস অর্গানাইজেশন , মণিপুরি স্টুডেন্টস ফেডারেশন , ও থাংমেইবান ইউনাইটেড ক্লাব।

চেইরাওচিং পাহাড়ের পাদদেশে বৃহস্পতিবার সারাদিন ধরে চলা এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন ড. নোরেন্দ্র থোকচোম, প্রতাপ লেইশাংথেম, সুন্দর খুমান সহ বহু স্বেচ্ছাসেবক।

এম.এস.এফ সভাপতি হিজাম রোশন বলেন, "গাছ লাগানো জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তবে শুধু গাছ লাগালেই হবে না, তাদের রক্ষণাবেক্ষণেও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি থাকা দরকার।" তিনি বাণিজ্যিক বৃক্ষছেদন নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চেইরাওচিং পাহাড়ের উচ্চতর অঞ্চলে আরও ২,০০০টি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। উঁচু অঞ্চলে ভিন্ন জলবায়ু উপযোগী বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপণের মাধ্যমে অঞ্চলটির পরিবেশগত স্থিতিশীলতা আরও মজবুত করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

চেইরাওচিং এলাকাকে কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ এর ভিন্ন উচ্চতা ও ভূপ্রকৃতি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের টিকে থাকার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

সম্প্রতি মণিপুরে পরিবেশগত ক্ষয়প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায়, এমন কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলির গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। তিনটি সংগঠনই জোর দিয়ে বলেন, টেকসই নীতিমালা কার্যকর করা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ছাড়া রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

বৃহস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় এক র‍্যালি আয়োজন করা হয়।

উত্তর বিলোনিয়া আঞ্চলিক অখন্ড সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ জুন: রক্তদানের মতো মহৎ কর্মসুচি হাতে নিয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত করলো উত্তর বিলোনিয়া আঞ্চলিক অখন্ড সংগঠনের উদ্যোগে। বৃহস্পতিবার সকাল বিলোনিয়া মকুমাধীন বড়পাথরী সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মোট পঁয়ত্রিশ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে।
নিখিল বিশ্বের মঙ্গল কামনায় শ্রী শ্রী স্বামী স্বরুপানন্দের সৃষ্টি অখণ্ড সংগঠন, অখন্ন সংগঠনের প্রধান ও নিত্য কাজ হল জগৎ কল্যান, জগৎ কল্যানের অংশ হিসেবে এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। আয়োজকরা বলেন, শ্রীশ্রী বাবামনির আদর্শ অনুপ্রেরণা জগতের সকলের মঙ্গলেই আমাদের একমাত্র কাজ। আমরা আমাদের কথার মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, ভাবনার মাধ্যমে জগতের মঙ্গল কামনা করতে পারি সর্বপরি রক্তদানের মাধ্যমে জগতের কল্যান করতে পারি, রক্তদানের মাধ্যমে আমরা অনেক লোক কে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি,জগতের কল্যানার্থে অভিনব পরিকল্পনা বলে জানান উত্তর বিলোনিয়া আঞ্চলিক অখন্ড সংগঠনের এক কর্মকর্তাগণ।

বক্সনগর লোকনাথ সেবা মন্দিরে তিনদিনব্যাপী বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ জুন: শিব কল্পতরু ত্রিকালদর্শী মহাযোগী শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী তিরোধান দিবস উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী নাম সংকীর্তন ও উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বক্সনগর লোকনাথ আশ্রমে। ২০০৭ সালে লোকনাথ বাবার আশ্রমটি প্রতিষ্ঠাতা করার জন্য অশ্বিনীকুমার রায় বিনা শর্তে জায়গাটি দান করেন মন্দির নির্মাণ করার জন্য।
দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে বক্সনগর শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার মন্দিরে নাম সংকীর্তন ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে, লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছর ও , ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা থেকে ভাগবত গীতা পাঠ শুরু। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকা হইতে গঙ্গা আহ্বান ও শুভ অধিবাস। ১৯ জ্যৈষ্ঠ ভোর হইতে নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠান দিবারাত্র শুরু। একুশে জ্যৈষ্ঠ দুইটা হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণ। ৬ জন কার্যকরী কমিটির দ্বারা আশ্রম পরিচালিত এবং অনুষ্ঠান লোকনাথ বাবার উৎসব করা হয়ে থাকে। কৃষ্ণ শীল বাবা লোকনাথ মন্দিরের সম্পাদক এবং সুখেন দাস সভাপতি উনারা সাংবাদিকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন বক্সনগরশ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার মন্দিরে নাম সংকীর্তন উৎসব হয়, সেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতিতে উৎসব সার্থক সমৃদ্ধি রূপ ধারণ করে। এখানে হিন্দু মুসলিমদের ভাতৃত্ববোধ মহামিলন মেলবন্ধনের সেতুতরী লোকনাথ বাবার আশ্রমে পরিলক্ষিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় জমজমাট কীর্তন আরতি আসোর হয়। উপচে পড়া ভক্ত বৃন্দের মনস্কামনা পূর্ণের জন্য বাবার মন্দিরে আসেন পূজা অর্চনা দিতে। একুশে জ্যৈষ্ঠ বেলা দুইটা মহাপ্রসাদ বিতরণ শুরু হবে। ২২ শে জ্যৈষ্ঠ ঊষা লগ্নে নগর কীর্তনের মাধ্যমে উৎসব সমাপ্তি ঘট বে। সকলের উপস্থিতিতে উৎসব যেন আনন্দ ঘন মুখরিত হয় তার কামনাই করছে উৎসব কমিটির সভাপতি সুখেন দাস।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** **একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা "অর্পণ সোসাইটি" র উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করেছে রাজ্যের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা "অর্পণ সোসাইটি"। এদিন সকালে কলেজ অব ফিসারি ও ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সহযোগিতায় লেম্বুছড়া এলাকায় একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বানে পদযাত্রা সংগঠিত করে।
এরাজ্যে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের সর্বাধিক ব্যবহৃতক্ষেত্র - মাছ, মাংস বহন, বাজার থেকে ফুল আনা এবং মুদিখানার সরঞ্জাম বহনের বর্ননা নিয়ে সুসজ্জিত ট্যাবলু বের হয় পদযাত্রার সঙ্গে। অর্পণের কর্মকর্তা ছাড়াও কলেজ অব ফসারির অধ্যাপক এ বি উপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক হিমাদ্রি সাহা, স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার এম সঞ্জু সিং পদযাত্রায় সামিল হন এবং একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে আনার আহ্বান জানান। অর্পণ ও বি বি এম সি কলেজের যৌথ উদ্যোগে এদিন প্লাস্টিক ব্যবহার কমিয়ে আনার আহ্বানে বিতর্ক ও আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় কলেজ প্রেক্ষাগৃহে।
অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রীর ও এস ডি পরমানন্দ সরকার ব্যনার্জী, বায়োটেকনোলজির যুগ্ম অধিকর্তা অনন সেনগুপ্ত, অর্পণ -র সম্পাদক ড: বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য্য, কলেজ বায়োটেক ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর ড: নন্দিনী গুপ্ত, শিক্ষক ড: অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য ও অধ্যক্ষা ড: মৃনাল দাশগুপ্ত প্রমুখ। বক্তারা প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে কিভাবে পরিবেশ বান্ধব স্থিতিশীল জীবনশৈলী রচনা করা যায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনা যায়, এবং বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করা যায় এসম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জুন:ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া এলাকার বিভিন্ন অফিস কার্য্যালয়ে এবং জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী, প্রশাসনিক আধিকারিক, পুলিশ সকলের হাতে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। এবং সেই সাথে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
মূলত পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বর্তমান সময়ে বৃক্ষ রোপণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত এই দিনের এই কর্মসূচি থেকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি বার্তা দেন আসুন সকলে মিলে'গাছ লাগাই,প্রাণ বাঁচাই'।
এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সভাপতি ঝন্টু দেব, সহ-সভাপতি শিবজ্যোতি মল্লিক, সম্পাদক রাহুল পাল, সহ-সম্পাদক বিষ্ণুপদ দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ পোদ্দার সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা।

দিনভর তেলিয়ামুড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জুন: দিনভর তেলিয়ামুড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। মূলত তেলিয়ামুরা পুর পরিষদের উদ্যোগে পরিবেশ দিবসে প্লাস্টিক বিরোধিতার ভাবনাতে সমাজকে ধাবিত করার প্রয়াস নিয়ে টাউন হলে এক সাড়া জাগানো বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতাতে বিভিন্ন স্তরের প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী দের অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে উৎসাহ পূর্ন আবহ পরিলক্ষিত হয়।
এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আসা প্রকাশ করেন আগামী দিনে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নির্মল পরিবেশ বজায় থাকবে। এর পাশাপাশি তেলিয়ামুড়ার পুর পিতা দাবি করেন এই সময়ের মধ্যে পুর পরিষদ নিরন্তর ভাবে পুর এলাকাকে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি দূষণ মুক্ত রাখার জন্য সার্বিক প্রয়াস জারি রেখেছে।
এছাড়া তেলিয়ামুড়া বন বিভাগের উদ্যোগে লেম্বুছড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি করার পাশাপাশি সার্বিকভাবে পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচি নজরে পড়েছে। মহকুমা বন আধিকারিক গৌরভ রবীন্দ্র ওয়াঘ সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিবেশ রক্ষায় নিজের নিজের মতো করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন, বিশালগড় মহকুমা কমিটি এবং সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা ও অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জুন:৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন, বিশালগড় মহকুমা কমিটি এবং সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা ও অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের অভ্যন্তরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্যে সভাপতি সাজ্জাত আলী, সিপাহীজলা জেলা বন আধিকারিক সুমিত দেব, চিড়িয়াখানা অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দাস সহ জার্নালিস্ট ইউনিয়নের জেলা ও মহকুমা নেতৃত্ব।
অনুষ্ঠানে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ব পালনে প্লাস্টিক বর্জন করা সহ বৃক্ষরোপণে আগ্রহী হবার আবেদন রাখেন বক্তারা। উক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অভয়ারণ্যে সাফাই কর্মী হিসেবে নিযুক্ত কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সব শেষে অনুষ্ঠানের অতিথি সহ সংগঠনের সাংবাদিকরা অভয়ারণ্যের ভেতরে বৃক্ষরোপণে অংশগ্রহণ করে। সকলে একটি করা চারা রোপণ করেন।

জেলাশাসকের নিকট

● প্রথম পাতার পর
সে দিকেই নজর রাখছে জেলার সচেতন মহল।
বকরি ঈদকে কেন্দ্র করে গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সনাতনী হিন্দু সেনা। এদিন সারা রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলার জেলা শাসকের নিকটই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।
এদিন সংগঠনের এক নেতা বলেন, আগামী ৭ জুন মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ঈদুল আজহা উৎসব। গো মাতাকে হিন্দু ধর্মাম্বলীরা পূজা করে থাকেন। সনাতন ধর্মাম্বলীদের জন্য গবাদি ধার্মিক দৃষ্টিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সনাতনের পরম্পরায় গো মাতার পূজা হয়ে থাকে। কিন্তু আজ গো হত্যা করা হচ্ছে। তাই আসন্ন ঈদ উৎসবে গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সনাতনী হিন্দু সেনা।

সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে এনএসএস, কলেজ এলামনির এসোসিয়েসন ও সাব্রুম বন দফতরের সম্মিলিত উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৫ জুন:সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্প(এনএসএস)ইউনিট, এমএমডি কলেজ এলামনির এসোসিয়েসন ও সাব্রুম বন দফতরের সম্মিলিত উদ্যোগে আজ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদযাপন করা হয় কলেজে। ১৯৭২ সালের ৫ ই জুন সুইডেনের স্টকহোমে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বীজ বপন করা হয়েছিল, সেই থেকে দিনটি সারাবিশ্বে উদযাপন করা হয়।
দিনটি সচেতনতা বাড়ায়, কর্ম সঞ্চালন করে এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব প্রচার করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবছরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ' প্লাস্টিক দূষণ রোধ'। বর্তমান সময়ে বিশ্ব জুড়ে পরিবেশ সংকটের ভয়াবহতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনা করেন কলেজ এলামনি এসোসিয়েসনের সভাপতি গৌতম ত্রিপুরা, সহ-সম্পাদক সজল নাথ, সাব্রুম বনদপ্তরের বীট অফিসার সম্ভু চরন দের্বমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন শিক্ষক সংসদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দীপঙ্কর দেব।
প্রত্যেকেই অলোচনায় বলতে চেয়েছেন মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবহমান কাল ধরে রয়েছে। মানুষ পরিবেশ সৃষ্টি করে ও বদলায়, আবার পরিবেশ থেকেই সে বেঁচে থাকবার এবং বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের রসদ সংগ্রহ করে। কিন্তু বিবর্তনের ধারায় মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকে এমন পর্য্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, পরিবেশের উপর সে অভূতপূর্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।এর সুফল ও কুফল দুই-ই আছে। আজকের পৃথিবী যে সমস্ত সমস্যায় জর্জরিত পরিবেশ সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম। মানুষের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন বলে মনে করা হচ্ছে। এই সময়ে আমাদের উচিত নির্বিচার পরিবেশ লুন্ঠনের পরিবর্তে সুচিন্তিত পরিবেশ সংরক্ষণ। অনুষ্ঠানে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক, বন দফতরের কর্মকতাগন, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ সকলে মিলে প্রথমে কলেজে যৌথ সাফাই অভিযান সংগঠিত করে। সকল ছাত্রছাত্রীরা মিলে কলেজকে প্লাস্টিক মুক্ত রাখার অঙ্গীকার নেয়। পরে সকলে মিলে কলেজের বিভিন্ন প্রান্তে দেড় শতাধিক বৃক্ষ রোপন করে এবং পাশাপাশি এদের টেকসই উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সকলকে দায়বদ্ধ হওয়ার আহ্বান করে। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে কলেজ ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্যনীয়।

শিল্প দপ্তরের বন্ধ হয়ে থাকা বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন করল বিধানসভা পাবলিক আন্ডারেটিং কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: বিভিন্ন কারখানা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সেগুলি বৃহস্পতিবার পরিদর্শন করেন আন্ডারেটিং কমিটি। শিল্প দপ্তরের বিভিন্ন কারখানা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কি কারনে সেগুলি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, বিকল্প কোন কারখানা সেই জায়গা স্থাপন করা যায় কিনা, সবকিছু খোঁজ নিতে বৃহস্পতিবার সাইন্স সিটির বিপরীতে শিল্প এলাকা পরিদর্শন করে বিধানসভা পাবলিক আন্ডারেটিং কমিটি।
১১ সদস্য কমিটির চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন দেববর্মা সহ বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, মিনারানী সরকার, শৈলেন্দ্র নাথ ,ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ রায় সহ অন্যান্যরা আজ পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সদস্যরা জানান, পরিদর্শন করা হয়েছে এদিন কারখানাগুলি। পরবর্তীতে এই বিষয়ে চিন্তাধারা করে আগামী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

রাজ্যে ৫৭৮ কোটি

● প্রথম পাতার পর
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে শশীকুমার, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার ও ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুদাম্বিকা আর। এই অনুষ্ঠানে শিলান্যাস করা হয়েছে কুমারঘাট মহকুমা শাসকের নতুন ভবন, বেতছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পি.এম. জনমনের অন্তর্গত সাধুচন্দ্রপাড়া ও সেবাচন্দ্রপাড়ায় দুটি মাল্টিপারপাস সেন্টার ও পেঁচারখলে অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রের। এছাড়া উদ্বোধন করা হয়েছে পেঁচারখলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন, শান্তিপুর হাইস্কুলের অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, কুমারঘাট মহকুমার সোনাইছড়ি, সায়দাবাড়ি, বেতছড়া ও দেওভ্যালিতে ৪টি নতুন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাকা বাড়ি, রতিয়াবাড়িতে নতুন আরসিসি ফুট ব্রিজ, মাকুছড়া তহশিল কাছাড়ির নতুন ভবন, উত্তর পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি হাইস্কুলের অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ ও দুধপুর স্কুলের সায়েন্স ল্যাব ও আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের কক্ষ। প্রকল্পগুলির নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। এর মাধ্যমে বিকশিত ত্রিপুরা গড়ার দিকে একধাপ এগিয়ে গেলো কুমারঘাট মহকুমা।
অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা সহ অতিথিগণ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গাছ আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। পরিবেশকে যাতে সুন্দর ও নির্মল রাখা যায় সে ব্যবস্থা করছে সরকার। তিনি বলেন, গত বছর বন দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্যে পাঁচ মিনিটে ৫ লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছিল। তিনি বলেন, গাছপালা না থাকলে অক্সিজেন আসবে কিভাবে? তেমনি মানুষের জন্য মানুষ, এই বোধ থেকে একে অপরকে রক্তদান করেন।
মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, সমাজের অন্তিম শ্রেণির মানুষের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জনমুখী বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলির সুবিধা কিভাবে পেতে পারেন সে সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা নেই। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে দুটি পর্য্যায়ে প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযান রাজ্যজুড়ে করা হয়েছে। এতে উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে। আমার সরকার পোর্টালের মাধ্যমে কোথাও জনগণের কোনও অভিযোগ থাকলে দ্রুততার সাথে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। যেখানে যে বিষয় প্রয়োজন সেখানেই উন্নয়ন করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, আজকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এতোগুলি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন শুধু জনগণকে খুশি করার জন্যই নয়। এই কাজগুলি করতে সরকার দায়বদ্ধ এবং এর থেকে সুবিধা পাওয়া জনগণের অধিকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার এখন সর্বত্র উন্নয়নের কাজে নজির রাখছে। পঞ্চায়েতস্তরে উন্নয়নের জন্য কিছুদিন আগে জাতীয়স্তরে ৭টি পুরস্কার অর্জন করেছে। গোমতী ও ধলাই জেলা খুব সম্প্রতি উন্নয়নের জন্য দেশে সম্মানিত হয়েছে। তার পরেও যেসব কাজে কিছু ঘাটতি রয়েছে সেখানে নজরদারি রাখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যে রেল পরিষেবায় কুমারঘাট, ধর্মনগর ও উদয়পুর রেল স্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই ত্রিপুরায় উন্নয়ন হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে মাথাপিছু আয়ে ত্রিপুরা এখন আসামের পর দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। কৈলাসহরের বিমানঘাঁটি পুনরায় চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, ঊনকোটিতে নদীর বাঁধ ভাঙ্গনের মতো কিছু সমস্যা রয়েছে। এর সমাধানের জন্যও কাজ চলছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবছর জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত রাজ্যে ৫৭৮ কোটি টাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন হয়েছে। মানুষকে স্বনির্ভর করতে বিভিন্নভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন রাজ্যে স্বসহায়ক দল রয়েছে প্রায় ৫৬ হাজার। সরকার এই স্বসহায়ক দলগুলিকে এখন পর্যন্ত ৭০০ কোটি টাকা রিভলভিং ফান্ড দিয়েছে। মানুষের স্বার্থে এই উন্নয়নের কাজ আগামীদিনেও চলবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে ১৯ হাজারের উপর সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আউটসোর্সিং-এ আরও ৫ হাজারের বেশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একদিকে সরকারি চাকরি অন্যদিকে মানুষকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে সরকার কাজ করছে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, আজ কুমারঘাট মহকুমার জনগণের জন্য একটি আনন্দের দিন। এতগুলি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধনের ফলে মহকুমার মানুষ নানাভাবে উপকৃত হবেন। পানীয়জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার।

জম্মু-কাশ্মীরে অনুচ্ছেদ

● প্রথম পাতার পর
ভারতের প্রথম কেবল-স্থিত রেল সেতু হিসেবে অঞ্জি সেতুটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল সংযোগ প্রকল্পটি সমস্ত আবহাওয়ায় যোগাযোগ নিশ্চিত করবে এবং শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত বন্দে ভারত ট্রেনগুলি আধ্যাত্মিক পর্যটনকে বাড়িয়ে তুলবে এবং জীবিকার সুযোগ তৈরি করবে।'

ফের করোনার সংক্রমণে

● প্রথম পাতার পর
চিকিৎসাধীন। ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪৪ জনের করোনা-সম্পর্কিত মৃত্যু হয়েছে, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই পূর্ব-বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল।
সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন, আইসোলেশন বেড, ভেন্টিলেটর এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত রাখার কথা বলা হয়েছে।
২ জুন দেশজুড়ে একটি মক ড্রিলের মাধ্যমে অক্সিজেন পরিকাঠামোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পিএসএ প্ল্যান্ট, এলএমও ট্যাঙ্ক এবং এমজিপিএস লাইন। পরবর্তী স্তরের প্রস্তুতিমূলক মহড়া ৪ ও ৫ জুন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আইডিএসপি-র অধীনে জেলা ও রাজ্য স্তরের নজরদারি ইউনিটগুলি নিয়মিতভাবে আইএলআই (ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা) ও সারি (অতি তীব্র শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, সব হাসপাতালে ভর্তি সারি রোগী এবং ৫ শতাংশ আইএলআই রোগীর নমুনা পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইতিবাচক স্যাম্পলগুলি জেনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য আইসিএমআরের ভিআরডিএল নেটওয়ার্কে পাঠানো হচ্ছে।
সাধারণ মানুষকে বারবার সচেতন করা হচ্ছেহাত ধোয়ার অভ্যাস, সঠিকভাবে কাশির শিষ্টাচার মানা, অসুস্থ অবস্থায় ভিড় এড়িয়ে চলা এবং শ্বাসযন্ত্রের তীব্র উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য। সরকারি তথ্য জানার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওয়েবসাইট এবং পিআইবি-র অফিসিয়াল আপডেট অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সংক্রমণ বৃদ্ধির পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সক্রিয় পদক্ষেপ ও স্বচ্ছ যোগাযোগ বজায় রাখা হবে।

যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচ

● প্রথম পাতার পর
দাস। সাথে সাথে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তাঁরাই বিশ্রামগঞ্জ দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

টেট-এর প্রশ্নপত্রে ভুল, টিআরবিটি

● প্রথম পাতার পর
প্রশ্নপত্রে বেশ কিছু প্রশ্নের অফিসিয়াল উত্তরপত্রে ভুল উত্তর দেওয়া হয়েছে। শাস্তি দেওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাছাড়া, কিছু প্রশ্নের একাধিক সঠিক উত্তর থাকে, যা অস্পষ্টতা এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।
এদিন তিনি আরও বলেন, এমনকি পরীক্ষায় পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয়গুলির জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য পূর্ব নোটিশ দেওয়া হয়নি। তাই এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য টিআরবিটি চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে।

৪২ কেজি গাঁজা সহ আটক এক

● প্রথম পাতার পর
নেশাজাতীয় সামগ্রী মজুদ রেখেছে। এই খবরের ভিত্তিতে বিএসএফ গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশকে খবর দেয়। যথারীতি সোনামুড়া থানার পুলিশ এসে গোটা বাড়ি তল্লাশি করে তার রান্নাঘর থেকে ৪২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে এবং এই ঘটনায় আটক করা হয় নবীর হোসেনকে।
এক সাক্ষাৎকার সোনামুড়া থানার ইন্সপেক্টর জগবন্ধু দেবনাথ গোটা অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। তিনি জানান অভিযুক্ত বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। গাঁজাগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কিনা, সেই বিষয়েও তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস সচেতনতায়

● প্রথম পাতার পর
করলো কংগ্রেস।এর মধ্যে অন্যতম হলো প্লাস্টিক বর্জন। প্লাস্টিককে বর্জন করতেই জনগনের প্রতি আহবান রাখলেন উপস্থিত প্রত্যেকেই। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বন্যার অন্যতম কারনই হচ্ছে প্লাস্টিক। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্লাস্টিক বর্জনে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। একমাত্র কংগ্রেসেই জনগণ এবং পরিবেশের কথা চিন্তা করে।
এদিন তিনি আরও বলেন, প্লাস্টিক এবং প্লেকার্ড কারণে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্লাস্টিকের জিনিস ব্যবহারের কারণে ক্যান্সারের আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। তাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে উপলক্ষে সাধারণ মানুষ সহ সরকারকে সচেতন করতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে প্লে কার্ড কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

● প্রথম পাতার পর
ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।
ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিশৃঙ্খলার জন্য শুধুমাত্র উপাচার্য্য গঙ্গা প্রসাদ প্রসাইন দায়ী নন, বিভিন্ন স্তরের অধ্যাপক-শিক্ষকরাও এই অবস্থার জন্য কম দায়ী নন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যেমন বদলি বা বিভাগীয় তদন্তের ভয় না থাকায় তারা নির্ধারিত দায়িত্ব যথাসময়ে ও যত্নসহকারে পালন করেন না। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করতে নিয়মের আমূল সংস্কার ও কড়া জবাবদিহি প্রয়োজন। তাই এআইএসএফ তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, খুব দ্রুত ছাত্রছাত্রীদের উপর বাড়তি চাপ না দিয়ে ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ করা, ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যে কোর্সগুলোর মার্কশিট দেওয়া হয়নি উক্ত কোর্সগুলোর মার্কশিট অতিসত্তর ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হোক।

ডুম্বুরনগর আর ডি ব্লকে সম্পন্ন

● আটের পাতার পর
বৃহস্পতিবার ডুম্বুরনগর আর ডি ব্লক আয়োজিত ওই রক্তদান উৎসবে পুলিশ সহ ৩৯জন রক্তদাতা সেচ্ছায় রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানের মাঝে সকল অথিতিরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্লক চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ রোপন করেন। বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

খোয়াই নদীর দাপটে অস্তিত্ব সঙ্কটে

● আটের পাতার পর
অভিযোগ করেন, খোয়াই নদীতে ওয়ার্টার টিটমেন্ট প্লান্টের গভীর নলকূপ বসানোর পর থেকে খোয়াই নদীর জলের গতিবেগ ডান দিকে মোড় নিতে শুরু করে। তাতে প্রতিবছর নদীর জলে আশপাশের মানুষজনের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে চলে যাচ্ছে নদী গর্ভে। নদীর পাড় ভাঙ্গন রোধে গ্রামের মানুষজন বহু জায়গায় সংস্কারের জন্য দৌড়ঝাঁপ করলেও কোন কাজে আসেনি। ফলে গ্রামীন এলাকার এই সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। তাতে আরোও বিপাকে পড়তে হচ্ছে গ্রামের মানুষজনদের।

গ্রীষ্মকালীন খো খো কোচিং ক্যাম্পের সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। সতের দিন ব্যাপী রাজ্য স্তরের আবাসিক গ্রীষ্মকালীন কোচিং ক্যাম্প খো খো বালক বালিকা বিভাগের সমাপ্ত হলো এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই কোচিং ক্যাম্পের সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিলোনিয়া বি কে আই শতবর্ষ ভবনে।

এদিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, শিক্ষা স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, আমন্ত্রিত কাউন্সিলর গৌতম দত্ত গুপ্ত, জেলা ক্রীড়া যুব কল্যাণ বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিক মিহির শীল, বি কে আই এর প্রিন্সিপাল কুলেন্দ্র ত্রিপুরা, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দ্বীপায়ন চৌধুরী ও বিশিষ্ট সমাজসেবি সায়ন্তন দত্ত সহ অন্যান্য অতিথিরা।

গত বিশে মে সুচনা হয় গ্রীষ্মকালীন কোচিং ক্যাম্প খো খো বালক বালিকা বিভাগের। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই ক্যাম্পে অংশ গ্রহন করেন। জেলা যুব কল্যান ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এদিনের আয়োজিত রাজ্য স্তরের আবাসিক গ্রীষ্মকালীন কোচিং ক্যাম্প খো খো বালক বালিকা বিভাগের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন, এই ক্যাম্পে যারা অংশগ্রহণ করেছে তারা শারীরিক শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীদিন খেলাধুলার মাধ্যমে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে বলে আশা ব্যাক্ত করেন।

পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার চর্চার উপর জোর দেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে এই ক্যাম্পে যে সকল ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ও ক্যাম্পের প্রশিক্ষকদের সন্মাননা সরুপ মোমেন্টু হাতে তুলে দেয় অতিথিরা।

কেকেআরে চার বছর খেলা পেসার জিতলেন বেগনি টুপি, আইপিএলে ভাল খেলে জায়গা করলেন ভারতের টেস্ট দলে

তাঁর দল জিততে না পারলেও নজর কেড়েছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। আইপিএলের এই মরসুমে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়ে বেগনি টুপি জিতেছেন তিনি। ১৫ ম্যাচে ২৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এর আগে কেকেআরে চার বছর খেলেছেন তিনি। কিন্তু কোনও বারই বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। সেই সুযোগ তাঁকে দিয়েছে গুজরাত। তা কাজে লাগিয়েছেন প্রসিদ্ধ।দীর্ঘদেহী এই পেসারের আইপিএল শুরু কলকাতার দলে খেলে। ২০১৮ সালে তাঁকে কিনেছিল কেকেআর। প্রথম বছর সাতটা ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। নিয়েছিলেন ১০ উইকেট। পরের তিন বছরও কেকেআরেই ছিলেন প্রসিদ্ধ। কিন্তু কোনও মরসুমে সব ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর। কেকেআরের হয়ে চার বছরে মোট ৩৪ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। নিয়েছেন ৩০ উইকেট।২০২২ সালের নিলামের আগে প্রসিদ্ধকে ছেড়ে দেয় কলকাতা। তাঁকে কেনে রাজস্থান রয়্যালস। সে বার রাজস্থানের হয়ে সব ক'টা ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। নিয়েছিলেন ১৯ উইকেট। কিন্তু পরের দু'বার চোট ভুগিয়েছে তাঁকে। খেলতে পারেননি প্রসিদ্ধ। এ বারের নিলামে তাঁকে কেনে গুজরাত। দলকে হতাশ করেননি তিনি। নিয়েছেন ২৫ উইকেট। হয়েছেন বেগনি টুপির মালিক।কর্নাটকের ছেলে প্রসিদ্ধ প্রথম বার নজর কাড়েন ২০১৫ সালে বাংলাদেশ এ দলের বিরুদ্ধে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচে ৫ উইকেট নেন তিনি। তার পরের বছর কর্নাটকের হয়ে লিস্ট এ ক্রিকেটে বিজয় হজারে ট্রফিতে অভিষেক হয় তাঁর। পরের বছর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিও খেলেন তিনি। ২০১৮-১৯ বিজয় হজারে ট্রফিতে কর্নাটকের হয়ে সবচেয়ে বেশি (সাত ম্যাচে ১৩ উইকেট) উইকেট নিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল খেলায় ২০১৮ সালে প্রথম বার আইপিএল খেলার সুযোগ পান ৬ ফুট ৩ ইঞ্চির ডানহাতি পেসার।ভারতের হয়ে তিন ফরম্যাটেই খেলেছেন প্রসিদ্ধ। তবে কোনও ফরম্যাটেই এখনও দীর্ঘ কেরিয়ার হয়নি তাঁর। তিনটে টেস্টে ৮, ১৭ এক দিনেক ম্যাচে ২৯ ও পাঁচটা টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন। তাঁকে সমস্যায় ফেলেছে চোট। দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। তাতে অবশ্য লড়াই ছাড়েন প্রসিদ্ধ। আবার লড়াই করে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।প্রসিদ্ধের সবচেয়ে বড় শক্তি তাঁর লেংথ। ক্রমাগত টেস্টের লেংথে বল করে যেতে পারেন। এ বারের আইপিএল নতুন বলে তিনি বেশি সুযোগ পাননি। বেশির ভাগ ম্যাচেই মাঝের ও ডেথ ওভারে বল করতে হয়েছে তাঁকে। মাঝের ওভারে তিনি নিয়মিত উইকেট নিয়েছেন। বাকিরা মার খেলেও প্রসিদ্ধের নিয়ন্ত্রিত বোলিং ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলেছে। গুজরাতের প্লে-অফে ওঠার নেপথ্যে বড় ভূমিকা রয়েছে তাঁর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হওয়া হয়নি।তবে এই পারফরম্যান্স প্রসিদ্ধের জায়গা করে দিয়েছে ভারতের ইংল্যান্ড সফরের দলে। গত বছর অস্ট্রেলিয়া সফরেও গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বেশি সুযোগ পাননি। এ বার ইংল্যান্ডে মহম্মদ শামি নেই। তাই জসপ্রীত বুমরাহের পাশাপাশি প্রসিদ্ধের কাঁধে বড় দায়িত্ব থাকবে। ইংল্যান্ডের পরিবেশে তাঁর গতি ও বাউন্স কাজে লাগবে। আইপিএলের পারফরম্যান্স আত্মবিশ্বাস বাড়াবে প্রসিদ্ধের। জাতীয় দলে নিজের জায়গা পাকা করতে নামবেন প্রসিদ্ধ।আইপিএলের বেগনি টুপির প্রথম পাঁচে প্রসিদ্ধ ছাড়া বাকি চার বোলার চেন্নাই সুপার কিংসের নুর আহমেদ, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ট্রেন্ট বোল্ট, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জশ হেজলউড ও গুজরাতেরই সাই কিশোর। চেন্নাই ভাল খেলতে না পারলেও নুর ভাল বল করেছেন। প্রথম দিকে শীর্ষে ছিলেন তিনি। একেবারের শেষে দ্বিতীয় স্থানে নেমে যান। ১৪ ম্যাচে ২৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। বোল্ট ১৬ ম্যাচে নিয়েছেন ২২ উইকেট। ১১ ম্যাচে ২১ উইকেট নিয়েছেন হেজলউড। ১৫ ম্যাচে ১৯ উইকেট গিয়ে কিশোরের ঝুলিতে।

ফরাসি ওপেনের শেষ আটে জোকোভিচ, কোয়ার্টার ফাইনালে জেরেভ, গফও, বিদায় মহিলাদের তৃতীয় বাছাই পেগুলার

ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন নোভাক জোকোভিচ। চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে ব্রিটেনের ক্যামেরন নরিকে সরাসরি সেটে হারিয়ে দিয়েছেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। শেষ আটে পৌঁছেছেন তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ। মহিলাদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন দ্বিতীয় বাছাই কোকো গফ ষষ্ঠ বাছাই মিরা আন্দ্রিভা, সপ্তম বাছাই ম্যাডিসন কিজ। তবে চতুর্থ রাউন্ডে হেরে গেলেন তৃতীয় বাছাই জেসিকা পেগুলা।সহজে চতুর্থ রাউন্ডের বাধা টপকালেন জোকোভিচ। তাঁর পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-২, ৬-৩, ৬-২। সহজ জয় পেলেও প্রত্যাশিত ছন্দে দেখা যায়নি বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়কে। তিনটি ডবল ফল্ট করেছেন জোকার। প্রথম সার্ভিসও ঠিকঠাক পড়েনি এ দিন। তবু নরির দুর্বল টেনিস সমস্যায় ফেলতে পারেনি তাঁকে। জেরেভকে অবশ্য বিশেষ লড়াই করতে হল না। নেদারল্যান্ডসের অবাছাই খেলোয়াড় ট্যালন গ্রিকস্পুরের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেলেন তিনি।

জেরেভ ৬-৪, ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার সময় চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন গ্রিকস্পুর।মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রত্যাশা মতোই এগোলেন গফ। ৬-০, ৭-৫ ব্যবধানে আমেরিকার খেলোয়াড় হারিয়ে দিলেন রাশিয়ার অবাছাই খেলোয়াড় একতেরিনা আলেকজান্দ্রোভাকে। গফও এ দিন চারটি ডবল ফল্ট করলেন। শেষ আটে উঠলেন সপ্তম বাছাই আমেরিকার কিজও। তিনি হারালেন স্বদেশীয় অবাছাই খেলোয়াড় হেইলি ব্যাপটিস্টকে। ফরাসি ওপেনে অঘটন ঘটল সোমবারও।

চতুর্থ রাউন্ডে বিদায় নিলেন আমেরিকার আর এক বাছাই খেলোয়াড় পেগুলা। সাতটি ডবল ফল্ট করেও তাঁকে হারিয়ে দিলেন ফ্রান্সের অবাছাই লোইস বোয়সন। ২২ বছরের তরুণী প্রথম সেট ৬-৩ ব্যবধানে হেরে যাওয়ার পরও হাল ছাড়েননি। উল্টে পাল্টা লড়াইয়ে পরের দু'টি সেট ছিনিয়ে নেন ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে।

লন্ডনে যানজট, সাইকেল চালিয়ে মাঠে পৌঁছোলেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা, আটকে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাস

ওভালে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচ শুরু হতে দেরি হল। লন্ডনের ব্যস্ত ট্র্যাফিকে আটকে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টিম বাস। ফলে মাঠে যেতে দেরি হয় ক্রিকেটারদের। একই কারণে বাধ্য হয়ে সাইকেল চালিয়ে মাঠে যান ইংল্যান্ডের কয়েক জন ক্রিকেটার।তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম দুটো ম্যাচ জিতে আগেই সিরিজ জিতে নিয়েছে ইংল্যান্ড। তৃতীয় ম্যাচ নিয়মরক্ষার। ওভালে খেলা শুরুর আগে দর্শকেরা পৌঁছে গেলেও দু'দলের ক্রিকেটারদের দেখা যাচ্ছিল না। তার পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল সমাজমাধ্যমে জানায়, যানজটে আটকে গিয়েছে তারা। ফলে মাঠে যেতে দেরি হবে তাদের।মাঠে দেরিতে পৌঁছানোর ফলে খেলার আগে অনুশীলনও করতে পারেননি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারেরা। সরাসরি খেলতে নেমে পড়েন তাঁরা। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা অবশ্য অনুশীলন করেছেন। যানজট দেখে আগেই সাইকেল ভাড়া করে মাঠে চলে যান তাঁরা। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, হ্যারি ব্রুক, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স ও ম্যাথু পটস সাইকেল চালিয়ে মাঠে যাচ্ছেন। তাঁদের দেখে অবাক হয়ে যান পথচলতি মানুষ।

টস হওয়ার কথা ছিল ভারতীয় সময় বিকেল ৫টায়। কিন্তু ক্রিকেটারেরা দেরিতে মাঠে যাওয়ায় ৫.৪০ মিনিটে টস হয়। সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হয় খেলা। তবে তাতে ওভার কমেনি। পুরো ৫০ ওভারের খেলা হবে জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম ম্যাচে বার্মিংহ্যামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বড় জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। কার্ডিফে দ্বিতীয় ম্যাচে রান তাড়া করতে নেমে একটু সমস্যা হলেও জো রুটের শতরানে ভর করে ম্যাচ ও সিরিজ জিতেছে তারা। ওভালে চুনকাম করার লক্ষ্যে নেমেছে ইংল্যান্ড।

নতুন দিন ঘোষণা করা হল নীরজ চোপড়া ক্লাসিকের, ভারত-পাক সংঘাতে পিছিয়ে যাওয়া প্রতিযোগিতায় খেলবেন পাকিস্তানের আর্শাদ?

নতুন দিন ঘোষণা করা হল 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক'-এর। ২৫ মে হওয়ার কথা ছিল এই প্রতিযোগিতা। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের কারণে তা স্থগিত করা হয়েছিল। বেঙ্গালুরুতে ৫ জুলাই হবে সেই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাটি নীরজের নামে হলেও এর আয়োজক জেএসডব্লিউ স্পোর্টস। তারাই প্রতিযোগিতার নতুন দিন ঘোষণা করেছে।জেএসডব্লিউ-র কর্তা করণ যাদব বলেন, "আমাদের দল প্রতি মুহূর্তে পরিশ্রম করছে। ৫ জুলাই হবে প্রতিযোগিতা। এত তাড়াতাড়ি যে আমরা প্রতিযোগিতা আবার আয়োজন করতে পারব, সেটা ভাবিনি। কর্নাটক সরকার এবং কর্নাটক অলিম্পিক্স সংস্থাকেও ধন্যবাদ আমাদের সাহায্য করার জন্য। এই প্রতিযোগিতা নিয়ে উৎসাহ তুঙ্গে। জ্যাভলিনকে আরও বড় এবং অবিস্মরণীয় করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।"নীরজ চোপড়া ক্লাসিক এক দিনের প্রতিযোগিতা। সেখানে অংশ নেবেন গ্রানাডার দু'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডারসন পিটারস, অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী থমাস রোহলার, কেনিয়ার জুলিয়াস ইয়েগোর মতো তারকারা। সম্প্রতি ডায়মন্ড লিগে ৯০ মিটারের বেশি ছুড়ে নজর কেড়েছেন নীরজ। ভারতকে অলিম্পিক্সে পর পর সোনা এবং রুপো এনে দেওয়া জ্যাভলিন থ্রোয়ারকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতাতেও আগ্রহ থাকবে।নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নীরজ। তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। সেই নীরজ পরে জানিয়ে দেন, তিনি কোনও দিনই আর্শাদের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' ছিলেন না। যেটুকু সম্পর্ক ছিল, ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের পর সেটাও আর থাকবে না বলে মন্তব্য করেছিলেন নীরজ। ফলে এ বারের প্রতিযোগিতায় আর্শাদকে দেখা যাবে না।

ফুটবল আসরে সাফল্যের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে ত্রিপুরা পুলিশ টিম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সামনেই বি ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট। এরপরই হয়তো শুরু হয়ে যাবে মহিলা লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। দুটো টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে মগ্ন ত্রিপুরা পুলিশের পুরুষ ও মহিলা দলের ফুটবলাররা। আসন্ন বি ডিভিশন ফুটবলকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার পুলিশ মাঠে বার পুজো সম্পন্ন হলো। পুজোতে খোদ উপস্থিত ছিলেন এবারে পুলিশের পুরুষ দলের ম্যানেজার দিলীপ দেববর্মা সহ কোচ সঞ্জীব নম, সন্দীপ দাস সহ ফুটবলাররা। মহিলা পুলিশ দলের ফুটবলাররাও উপস্থিত ছিলেন এই বার পুজোতে। কমান্ডেন্ট তথা পুলিশ দলের ম্যানেজার দিলীপ দেববর্মা আশাবাদী, এবছর বি ডিভিশনে নিজেদের সেরাটাই তুলে ধরবে পুলিশের পুরুষ দলের ফুটবলাররা। দুবেলাই এখন চলছে চূড়ান্ত অনুশীলন দলের। মহিলা পুলিশ দলের প্র্যাকটিস ও চলছে জোরদার গতিতে। মহিলা দলের কোচের দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন পুলিশ দলের ফুটবলার সন্দীপ দাস।

ত্রিপুরা সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগে গঙ্গা পূজা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। শিক্ষার্থীদের মঙ্গল কামনায় প্রতি বছরই গঙ্গা পূজার আয়োজন করে দি ত্রিপুরা সুইমিং ক্লাব। এবারও যেন তার ব্যতিক্রম নয়। তিথি অনুযায়ী ক্লাবের উদ্যোগে গঙ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। এদিন রাজধানীর রাজবাড়ীর দিঘী সংলগ্ন সুইমিং ক্লাবের এর প্রকার ধর্মীয় রীতি নীতি মেনেই অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গা পূজা। তাতে অংশ নেন সুইমিং ক্লাবের সদস্যদের পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। আর এ গঙ্গা পূজা কে কেন্দ্র করে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। প্রতিবছর এই সুইমিং ক্লাব তিথি অনুযায়ী আয়োজন করে আসছে এই পূজা।

এক বছর আগেই বিশ্বকাপ ফুটবলের ভাবনা শুরু ইংল্যান্ডের, হোটেল নয়, দলকে তাঁবুতে রাখতে চান নতুন কোচ

ইংল্যান্ড দলের কোচ হিসাবে কয়েক মাস আগেই নিয়োগ করা হয়েছে টমাস টুখেলকে। প্রথম থেকেই টুখেল পণ করে নিয়েছেন, ইংল্যান্ডকে ট্রফি জেতাবেন। সেই লক্ষ্যে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছেন না তিনি। আমেরিকার গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে দলকে তাঁবুতে রাখার পরিকল্পনা করেছেন তিনি।পরের বছর আমেরিকার সঙ্গে মেক্সিকো এবং কানাডাতেও হবে বিশ্বকাপ। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে সবচেয়ে গরমে হতে চলেছে বিশ্বকাপ। চলতি মাসে হতে চলা ক্লাব বিশ্বকাপে হাজির থাকবেন টুখেল। সেখানেই তিনি দেখে নেবেন কী ভাবে দলগুলি প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই অনুযায়ী বিশ্বকাপের পরিকল্পনা ছকবেন তিনি।অ্যান্ডোরার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচের ফাঁকে টুখেল বলেছেন, "এই মুহূর্তে আমেরিকায় ম্যাচ দেখা বেশ দরকার। বিশেষ করে দুপুর তিনটেয় মায়ামিতে যে ম্যাচগুলো হবে। আমি নিশ্চয়ই একটা ম্যাচ দেখব। কী ভাবে খেলোয়াড়েরা নিজেদের ঠান্ডা রাখে, কতটা জল খায় সব বুঝে নিতে হবে।"গরমের মোকাবিলা করার জন্য ফুটবলারদের তাঁবুতে রেখে অনুশীলন করাবেন ভেবে রেখেছেন টুখেল। প্রচণ্ড গরম এবং আর্দ্রতার সঙ্গে ফুটবলারেরা কেমন মানিয়ে নেন সেটা দেখতে চান টুখেল। কারণ বিশ্বকাপে সে রকম পরিস্থিতির মধ্যেই খেলতে হবে।তাঁবুর মধ্যে বিশেষ 'এক্সারসাইজ বাইক'-এ ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে ফুটবলারদের।

চিন্নাস্বামীর বাইরে দুর্ঘটনার পর পদপিষ্টদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্টেডিয়ামের ভিতরে! কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল?

বেঙ্গালুরুর আইপিএল জয়ের আনন্দ বদলে গিয়েছে বিষাদে। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১১ জনের। আহত ৫০-এর বেশি। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার ঠিক পরে আহতদের প্রথমে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে থেকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল!হাসপাতালের বদলে আহতদের কেন নিয়ে যাওয়া হল স্টেডিয়ামে? যে সমর্থকেরা রাস্তায় আহত হয়ে পড়ে ছিলেন তাঁদের প্রথমে স্টেডিয়ামের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ, অ্যাম্বুল্যান্স চিন্নাস্বামীর ভিতরেই ছিল। কিন্তু মাত্র দু'টি অ্যাম্বুল্যান্স থাকায় অনেককেই নেওয়া যায়নি। যাঁদের তোলা যায়নি তাঁদের কাঁধে বা কোলে নিয়ে স্টেডিয়াম থেকে বেরোন নিরাপত্তারক্ষীরা। লক্ষ্য ছিল, রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানো হবে এবং আহতদের সেই গাড়িতে হাসপাতালে পাঠানো হবে। কিন্তু সেখানেও হয় সমস্যা। স্টেডিয়ামের আশেপাশে সব রাস্তাই অনুষ্ঠানের জন্য দুপুর থেকে বন্ধ ছিল। তাই কাঁধে বা কোলে করে আহতদের প্রায় ৫০০ মিটার নিয়ে যেতে হয়। সেখান থেকে গাড়ি করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশের কথা শোনেনি মানুষ-প্রায় তিন লক্ষ মানুষের জমায়েত সামলাতে পারেনি পুলিশ। মুহূর্তের মধ্যে ভিড় বেলাগাম হয়ে যায়। বেঙ্গালুরুর এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, তাঁরা অনবরত মাইকে ঘোষণা চালিয়ে গিয়েছেন। স্টেডিয়ামের বাইরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। কেউ কোনও কথা শোনেননি। বরং কে আগে স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকতে পারেন, সেই নিয়ে লড়াই চলছিল। এক দল এগিয়ে যেতে থাকে কাবন পার্ক মেট্রো স্টেশন থেকে ১৩ নম্বর গেটের দিকে। আর এক দল ১৩ নম্বর গেট থেকে ১ এবং ২ নম্বর গেটের দিকে এগোতে থাকে। মাঝে ছিলেন প্রচুর সমর্থক যাঁরা রাস্তা আটকে নাচছিলেন, গাইছিলেন। স্টেডিয়ামে ঢোকার পথও ছিল সরু। ফলে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। পাস বা টিকিট ছাড়া ঢোকার অনুমতি ছিল না। কিন্তু একটা বড় অংশের কাছে কোনও পাস বা টিকিট ছিল না। তাঁরা এসেছিলেন স্রেফ উৎসবে শামিল হতে। সেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি পুলিশ। তা ছাড়া উপস্থিত মানুষের তুলনায় পুলিশকর্মীর সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত কম। চারদিকে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। ভিড়ের চাপে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন প্রচুর মানুষ। তাঁদের মাড়িয়ে এগিয়ে যান অনেকে। শোভাযাত্রার ঘোষণা এবং আরসিবি-র টুইট- প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল বিধান সৌধ থেকে চিন্নাস্বামী পর্যন্ত হুডখোলা বাসে শোভাযাত্রা আয়োজন করা হবে। সেই বাসে ট্রফি হাতে থাকবেন ক্রিকেটারেরা। তবে পুলিশের পরামর্শে সেই পরিকল্পনা বাতিল হয়। তার পরেও যে এত মানুষের সমাগম হবে এটা প্রত্যাশা করা যায়নি। ভিড় আরও বেড়ে যায় আরসিবি-র একটি টুইটে। বুধবার দুপুর ৩.১৪ নাগাদ তারা ঘোষণা করে, ৫টা থেকে শোভাযাত্রা হবে। সেই শোভাযাত্রা কোথা থেকে, কী ভাবে হবে তার কোনও ঘোষণা ছিল না। ফলে স্টেডিয়ামের বাইরে থেকে বিধান সৌধ, চতুর্দিকে থিকথিকে ভিড় হয়ে যায়। প্রচুর মানুষ জোর করে স্টেডিয়ামে ঢুকতে যান। অনেকেই সফল হননি। দুর্ঘটনার মুখে পড়েছেন তাঁরাই।মেট্রোর গাফিলতি -গাড়ি রাখার জায়গা নেই বলে স্টেডিয়ামমুখী সমর্থকদের মেট্রোয় আসতে বলা হয়েছিল। প্রতিটি মেট্রোতেই ছিল বিপুল ভিড়। স্টেশনে দাঁড়ানোর জায়গাও ছিল না। ওই সময়েই মেট্রো বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করে স্থানীয় পুলিশ। কিন্তু মেট্রো কর্তৃপক্ষ সেই সিদ্ধান্ত নেন অনেক দেরিতে। ততক্ষণে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে।

গত বারের ফাইনালিস্টকে হারিয়ে ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে জোকোভিচ, শেষ চারে সামনে সিনার

ফরাসি ওপেন যত এগোচ্ছে তত নিজের সেরাটা বার করে আনছেন নোভাক জোকোভিচ। রেকর্ড ২৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন সার্বিয়ার খেলোয়াড়। বুধবার রাতে আলেকজান্ডার জেরেভকে হারালেন ৪-৬, ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ গেমে। সেমিফাইনালে তাঁর সামনে বিশ্বের এক নম্বর ইয়ানিক সিনার।এই নিয়ে ৫১তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনালে উঠলেন জোকোভিচ। জেরেভের বেসলাইনের মোকাবিলা করতে নিজের খেলার কৌশলই পাল্টে ফেলেছিলেন। অনেক বেশি বৈচিত্র দেখা গিয়েছে তাঁর খেলায়। জেরেভের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে ৯-৫ এগিয়ে গেলেন জোকোভিচ।সুরকির কোর্টে নামার আগে দু'টি প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে বিদায় নেন জোকোভিচ। তবে ফর্ম ফিরে পেয়েছেন একেবারে আসল সময়েই। রোলাঁ গারোজের আগে জেনেভায় ১০০তম ট্যুর খেতাব জিতেছেন। আপাতত সুরকির কোর্টে টানা ন'টি ম্যাচ জিতে ফেললেন।এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এই জেরেভের বিরুদ্ধেই সেমিফাইনাল ম্যাচ চোটের কারণে ছেড়ে দিতে হয়েছিল জোকোভিচকে। বাঁ পায়ের পেশিতে টান লাগার জেরে খেলতেই পারেননি। কিন্তু এই গ্র্যান্ড স্ল্যামে তাঁর খেলায় এখনও খুব বেশি খুঁত পাওয়া যায়নি। ২০২৩ সালের ইউএস ওপেনে শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন জোকোভিচ। খেতাব জয়ের সামনে আপাতত তাঁর বাধা সিনার এবং সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট কার্লোস আলকারাজ।টানা পাঁচ বার ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে নেমেছিলেন জেরেভ। তবে জোকোভিচের একের পর এক ড্রপ শটের কোনও জবাব ছিল না তাঁর কাছে। প্রথম সেটে ২-০ এগিয়ে যাওয়ার পর জোকোভিচ র‍্যাকেট বদলান। তাতে কাজ হয়। আরও ভাল শট খেলতে থাকেন তিনি। অষ্টম গেমে তাঁর 'ওপেন স্টান্স ব্যাকহ্যান্ড' প্রথম ব্রেক পয়েন্ট দিতে সাহায্য করে।ফিলিপে শঁতিয়ে কোর্টের শীতল পরিবেশে দুই খেলোয়াড়েরই শট মারতে কষ্ট হয়েছে। তবে জেরেভ সাধ্যমতো নিজের সার্ভ কাজে লাগিয়েছেন। প্রথম সেট খোয়ানোর পর জেরেভের বেসলাইনের জবাব দিতে ড্রপ শট খেলতে শুরু করেন জোকোভিচ। গোটা ম্যাচে তাঁর এই কৌশল ভাল ভাবে কাজে দেয়। ম্যাচের পর জোকোভিচ নিজেও সেটা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "শেষ গেমে আমার কৌশল ছিল শুধুই ড্রপ শট খেলা। তিন-চারটে ড্রপ শট একসঙ্গে খেলেছি। হয়তো টিভিতে আপনারা দেখতে পাননি। কিন্তু এক দিক থেকে প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বইছিল। ফলে দ্বিগুণ জোরে শট খেলতে হচ্ছিল।" জোকোভিচের সংযোজন, "শেষের দিকে প্রচুর চাপের মধ্যে খেলতে হয়েছে। গত ছ'বছরে জেরেভ বিশ্বের অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে। আমি কেন এখনও খেলা চালিয়ে যেতে চাই, তার উদাহরণ আজকের ম্যাচ।"

বাকি কাজ শেষ করতে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন, হারের রাতেই শ্রেয়সের গলায় নতুন শপথ

প্রচারের সব আলো শুষে নিচ্ছে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। বিরাট কোহলি নামক নক্ষত্রের জ্যোতির আড়ালে হারিয়ে গিয়েছেন শ্রেয়স আয়ার। আইপিএল রানার্সের শিল্ড নিয়ে মঞ্চ থেকে শুকনো মুখে নেমে যাওয়ার পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। বলা ভাল, সম্প্রচারকারী সংস্থা দেখানোর প্রয়োজনই মনে করেনি। তবে মঞ্চ ছাড়ার আগে প্রত্যয়ী শ্রেয়স বলেছেন, আগামী বছর ট্রফি জিতবেন।আইপিএলে শ্রেয়সের সাফল্য কম নয়। তিনটি দলের অধিনায়ক হিসাবে ফাইনাল খেলার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই রয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালস এবং পঞ্জাব কিংসকে চ্যাম্পিয়ন করতে না পারলেও গত বছর কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ট্রফি দিয়েছিলেন। আগামী বছর আবার জিততে চান শ্রেয়স। পঞ্জাবকে প্রথম আইপিএল ট্রফি দিতে চান। শিল্ড এবং ১২.৫ কোটি টাকার চেক নেওয়ার পর পঞ্জাব অধিনায়ক বলেছেন, "সত্যি বলতে ভীষণ হতাশ লাগছে। তবে এত বড় প্রতিযোগিতায় দলের সকলে যে ভাবে খেলেছে, তার প্রশংসা করতেই হবে। আমাদের ম্যানেজমেন্ট, সাপোর্ট স্টাফ, দলের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আমাদের এই যাত্রায় প্রত্যেকে সক্রিয় ভাবে পাশে ছিল। দলের কর্ণধারদের কথাও বলব। অবিশ্বাস্য তাঁদের সমর্থন।" এর পরই তাঁর গলায় শোনা গিয়েছে আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সংকল্প। শ্রেয়স বলেছেন, "আমরা অর্ধেক কাজ করতে পেরেছি। আগামী বছর আমরা ট্রফি জিততে চাই। প্রচুর ইতিবাচক দিক রয়েছে আমাদের। দলে অনেক তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে যারা এ বারই প্রথম আইপিএল খেলল। তবু ওরা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলল। দুর্দান্ত। ওরা এ বার অভিজ্ঞতা অর্জন করল। আমি নিশ্চিত আগামী বছর ওরা আরও শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ফিরে আসবে।" ট্রফি জিততে না পারায় শ্রেয়স হতাশ। তবে দলের খেলায় অখুশি নন। পঞ্জাব অধিনায়ক বলেছেন, "এ বছর আমরা বেশ ভাল ক্রিকেট খেলেছি। কখনও কখনও প্রত্যাশিত ফল হয়নি। খেলায় ভাল-খারাপ থাকেই। আমাদেরও ছিল। তবে মোটের উপর এ বার আমাদের পারফরম্যান্স সন্তোষজনক। দলের একতা দুর্দান্ত। সকলে মিলে লড়াই করেছি। এটাই কিন্তু শেষ নয়। আমরা ফিরে আসবই।"শ্রেয়সের মতে মঙ্গলবার অহমদাবাদের পিচে ২০০ রানও তাড়া করা সম্ভব ছিল। তাঁরা পারেননি এক জনের জন্য। তাঁর কাছেই হেরে গিয়েছেন। শ্রেয়স বলেছেন, "দু'দিন আগেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে এই মাঠে খেলেছিলাম। ২০০ রান এখানে বেশ ভাল। বেঙ্গালুরুর বোলারেরা দারুণ বল করেছে। এই জয়টা ওদের কৃতিত্ব। বিশেষ করে ক্রুণাল পাণ্ড্যর। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দুর্দান্ত বল করল। সত্যিই অসাধারণ।

ব্রাসিলিয়ায় ব্রাজিলের ফেডারেল সিনেটের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার

ব্রাসিলিয়া, ৫ জুন: লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা ব্রাজিল সফরের অংশ হিসেবে ব্রাসিলিয়ায় ব্রাজিলের ফেডারেল সিনেটের প্রেসিডেন্ট সেনেটর ডাভি আলকোলুমব্রের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এই বৈঠকে দুই দেশের সংসদীয় সহযোগিতা জোরদার করা, গণতন্ত্রের মূল্যবোধ রক্ষা, এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রী বিড়লা ভারত ও ব্রাজিলের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং উভয় দেশের সংসদীয় সংস্থাগুলির মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সংলাপ ও সহযোগিতার আহ্বান জানান।

ফেডারেল সিনেট প্রেসিডেন্ট আলকোলুম ভারত-ব্রাজিল বন্ধুত্বকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন এবং সাংবিধানিক কাঠামো, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর জোর দেন।

সাক্ষাৎ শেষে উভয় নেতা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের উন্নয়নে সংসদগুলির ভূমিকা আরও সক্রিয় ও কার্যকর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

লঙ্কাবস্তিতে বাইকের ধাক্কায় শিশু মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: এক পক্ষকাল পরে ফের মাঠে নামলো প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কাবস্তিতে বাইকের ধাক্কায় শিশু মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পূর্ব থানায় ডেপুটেশন প্রদান করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পূর্ব আগরতলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

গত কয়েকদিন আগে বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীলংকাবস্তিতে তিন বছরের শিশুর বাইকের চাপায় মৃত্যুর বিষয় সঠিক তদন্ত করছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আজ শান্তনু সাহার নেতৃত্বে পূর্ব আগরতলা থানাতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। তারা দাবি জানিয়েছেন অবিলম্বে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

কৈলাসহর পুরপরিষদের উদ্যোগে পরিবেশ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ জুন: আজ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই দিবসকে কেন্দ্র করে কৈলাসহর পুরপরিষদের উদ্যোগে ও উত্তরণ মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। কৈলাশহর পুরপরিষদের বিদ্যানগরে ১৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুরপরিষদের সি ও প্রদীপ সরকার, পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায়, ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে, ডেপুটি সিও হেমন্ত ধর, থেকে শুরু করে পুরপরিষদের সকল কাউন্সিলরদের পাশাপাশি বিশিষ্ট সমাজসেবীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন পরিবেশ রক্ষা করার জন্য শপথ নেওয়া হয়। পাশাপাশি ওই এলাকায় পরিবেশ রক্ষা করার জন্য একটি রেলি অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যানগর ১৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় অবস্থিত একটি মন্দির প্রাঙ্গণে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করা হয়। পাশাপাশি কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে থাকা বিভিন্ন এলাকায় সর্বমোট ২৫০ টি বৃক্ষরোপন করা হয়।

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের কর্পোরেট কার্যালয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন:ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের কর্পোরেট কার্যালয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে একটি র‍্যালি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পাঁচ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষ থেকেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটি হয় ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের কর্পোরেট কার্যালয়ে। এখানে বিদ্যুৎ নিগমের পদস্থ আধিকারিকরা পরিবেশ দিবসের প্রয়োজনীয়তা সহ প্রত্যেককে দিবসটি যথাযথভাবে পালন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

এদিন এ উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের পক্ষ থেকে আগরতলা শহরে এক সচেতনতামূলক রেলি সংগঠিত করা হয়। রিয়েলিটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে পুনরায় বিদ্যুৎ নিগমের কর্পোরেট অফিসের সামনে এসে শেষ হয়।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়াল ওরাম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জুন: ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা দিল্লিতে সাক্ষাৎ করেন ভারতের কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়াল ওরাম-এর সঙ্গে।

এই সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির বাস্তব অবস্থা এবং উন্নয়নের সম্ভাব্য দিকগুলি। আলোচনায় উঠে আসে রাস্তা, বিদ্যুৎ, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো, এবং ছাত্রছাত্রীদের উচ্চমানের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শ্রী দেববর্মা জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়াল ওরাম অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলি শোনেন এবং আশ্বাস দেন যে, ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়নে কেন্দ্রের তরফে যা কিছু করা সম্ভব, তা করা হবে। উন্নয়নের মূল ধারায় জনজাতি সমাজকে সম্পৃক্ত করতে এই ধরনের যৌথ প্রয়াসকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তিনি।মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার এই প্রচেষ্টা শুধু একটি সরকারি সাক্ষাৎ নয়, বরং একটি শক্তিশালী বার্তাত্রিপুরার প্রত্যন্ত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিও পাবে উন্নয়নের সমান সুযোগ এবং শিক্ষায় গড়ে উঠবে আগামী দিনের নেতৃত্ব।

খোয়াই জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ জুন: খোয়াই জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে নৃপেন চক্রবর্তী এভিনিউতে আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। প্লাস্টিক বর্জন নিয়ে খোয়াই নৃপেন চক্রবর্তী এভিনিউতে জেলা কংগ্রেসের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১২ টা নাগাদ কর্মসূচি আয়োজিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ, মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী অঞ্জন নন্দী, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

বক্তারা পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে প্লাস্টিক বর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বোঝায় রাখার লক্ষ্যে অক্সিজেনের যোগান নিশ্চিত করতে বৃক্ষরোপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডুম্বুরনগর আর ডি ব্লকে সম্পন্ন রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার ডুম্বুরনগর আর ডি ব্লকে সম্পন্ন হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব। ওই রক্তদান উৎসবে ৩৯জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব। উপস্থিত ছিলেন মহকুমার মহকুমা শাসক চন্দ্রজয় রিয়াং, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌগত চাকমা, মহকুমা থানার ওসি বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং, সংশ্লিষ্ট ব্লকের চেয়ারম্যান প্রেমসাধন রিয়াং, ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ চাকমা, সমাজ সেবক ধন্যমানিক ত্রিপুরা, সমাজ সেবক চরণবাসী ত্রিপুরা এবং সমাজ সেবক সজল মল্লিক এবং ব্লক আধিকারিক প্রহল্লাদ নোয়াতিয়া।

মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং। স্বাগত ভাষণ রাখেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। উক্ত অনুষ্ঠানে একে একে সকল অথিতিরাই তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। উদ্বোধকের ভাষনে নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং বলেন রক্তদান একটি মহৎ দান। আমাদের বিন্দু বিন্দু কয়েক ফোটা রক্তে বেঁচে যেতে পারে একটি প্রাণ। তিনি আরো বলেন রক্তের কোন জাত নেই। রক্ত রক্তই। রাজ্যের যেকোন জায়গায় অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবির গুলিতে সকল অংশের যুবক যুবতীদের রক্ত দানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে বৃক্ষরোপন ও চারাগাছ বিলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: বৃহস্পতিবার ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এ উপলক্ষে সিপিআই(এম) ডুকলি মহকুমা কার্যালয়ে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে বৃক্ষরোপন ও চারাগাছ বিলি করা হয়। ভালো সংখ্যক ছাত্র - যুবদের উপস্থিতে এদিনের কর্মসূচিটি বেশ জাকজমক পূর্ণ ছিল। এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে বৃক্ষরূপন ও চারাগাছ বিলি কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব, রাজ্য কমিটির সদস্য খোকন ঘোষ, আবুল হুসেন, ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শুভংকর মজুমদার, বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শুভঙ্কর চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি পঙ্কজ ঘোষ, প্রাক্তন যুব নেতা স্বপন পোদ্দার, কামাল মিয়া, শ্রমিকনেতা সৃজন দেব, নারী নেত্রী প্রমিলা রায়, এস এফ আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অলক দেব, বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক বিশাল চক্রবর্তী, বিভাগীয় কমিটির সভাপতি পঙ্কজ সরকার, বিভাগীয় কমিটির সহ-সভাপতি অভিষেক ভৌমিক প্রমুখ।

নবারুন দেব বলেন, বামপন্থী ছাত্র-যুবরা এই দিনটিকে প্রতিবছরই গোটা রাজ্যে পালন করে আসছে। এস এফ আই, ডি ওয়াই এফ আই, টি এস ইউ এবং টি ওয়াই এফ এই চারটি সংগঠনের উদ্যোগে গোটা রাজ্যে বৃক্ষ রূপণ এবং চারা গাছ বিলি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।তিনি বলেন, আমাদের দেশে গাছ পালা ধ্বংসের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এতে মানুষের নতুন নতুন রোগ তৈরি হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা জন্যই পরিবেশ রক্ষা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তাই সমগ্র অংশের মানুষের কাছে গাছ বাঁচানোর চেষ্টা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া বৃক্ষ রূপন এবং চারা বৃক্ষ মানুষকে উপহার হিসেবে তুলে দিয়ে নিজেদের দায় বদ্ধতার নজির গড়ে তুলবার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বিশালগড়ের আইন-শৃঙ্খলা ইস্যুতে সরব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জুন: বিশালগড়ের আইন শৃংখলা ইস্যুতে নয় দফা দাবিতে সিপাহীজলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দিল কংগ্রেস।

বর্তমান বিশালগড় মহকুমায় আইন শৃঙ্খলা অবনতীর বিষয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ সিপাহীজলা পুলিশ সুপার অফিসে সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধরে নিকট নয় দফার দাবিতে কংগ্রেসের ডেপুটেশন। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপীনাথ সাহা কংগ্রেস নেতা টিটু আহমেদ,তারামিয়া, কেশরাম দেববর্মা সহ কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

প্রথমে মিছিল করে জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে এসে জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন দিতে গেলে জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা না থাকায় দাবি সনদ তুলে দেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধরের নিকট। এদিকে কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ সাহা জানান বিশালগড় মহকুমা জুড়ে বর্তমানে গুন্ডার রাজত্ব চলছে। দিনের বেলায় নিরাপদে নেই মানুষ।যেখানে পুলিশের গাড়ি ছিনতাই, প্রকাশ্যে দিনের আলোয় সাধারণ লোকেদের কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে নিচ্ছে। সেখানে মানুষ নিরাপদে নেই সেটা বলাই বাহুল্য।

কংগ্রেসের নয় দফা দাবি গুলি হল:- বিশালগড় মহকুমায় ভেঙ্গে পড়া আইন-শৃঙ্খলার পরিকাঠামোকে অতিসত্বর পুনরুদ্ধার করতে হবে। চুরি, ডাকাতি,ছিনতাই- বাজদের এলাকা ভিত্তিক ভাবে চিহ্নিত করে তাদের উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি রেখে তাদেরকে গ্রেফতারের পাশাপাশি কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যাবস্থা করতে হবে। নেশা কারবারি ও নেশা সেবনকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশালগড় মহকুমার স্পর্শকাতর এলাকা গুলিকে সিসিটিভি ইনস্টলেশন এর পাশাপাশি পুলিশ টহলদারি বাড়াতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপর মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রেখে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাওয়া নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ দমনে পুলিশ প্রশাসনের কঠোর ভূমিকা নিতে হবে। "প্রয়াস" কর্মসূচির মাধ্যমে নেশার হাত থেকে মুক্ত থাকার জন্য বর্তমান যুব সমাজকে সচেতন করাতে হবে। বিশালগড় বাইপাস রোডে দিবারাত্রি পুলিশি নজরদারীর ব্যবস্থা করতে হবে।

খোয়াই নদীর দাপটে অস্তিত্ব সঙ্কটে সাধারণ মানুষের

আগরতলা, ৫ জুন : খোয়াই নদীর ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের বহু বাড়ি ঘর। অবিলম্বে নদীর ভাঙ্গন রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোরালো দাবি উঠছে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, খোয়াই আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম গনকী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের প্রায় দেড় শতাধিক পরিবার খোয়াই নদীর ভাঙ্গন নিয়ে ব্যাপক আতঙ্কিত। এলাকার এক বাসিন্দা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ও ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির যৌথ উদ্যোগে শহরে সচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্টোল বোর্ড ও ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির যৌথ উদ্যোগে শহরে সচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্টোল বোর্ড ও ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির যৌথ উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় আজ ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহরে এক সচেতনতা মূলক রেলি সংগঠিত করা হয়। রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বনদপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। র‍্যালির সূচনা করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এর দায়িত্ব নিতে হবে মানুষকে। কেননা মানুষ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে আমাদের প্রত্যেককে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রত্যেককেই গাছ লাগাতে হবে এবং বনজ সম্পদকে সম্পর্কে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি পরিবেশকে দূষণ করে এমন জিনিস বর্জন করতে হবে। বিশেষ করে প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে হলে আমাদের প্রত্যেককেই বৃক্ষরোপণে আরো বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। সার্বিক প্রচেষ্টাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করে একটি সুস্থ পরিবেশ উপহার দিতে পারে বলেও এদিন অভিমত ব্যক্ত করেন বনমন্ত্রী।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে শহরে সাইকেল র‍্যালি

আগরতলা, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা বায়োডাইভারসিটি বোর্ড ও টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি-র যৌথ উদ্যোগে সাইকেল রেলির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের রেলিটি উজ্জয়ন্ত প্রসাদের সামনে থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এদিন টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির এক ব্যক্তি বলেন, আজকে অনেক বড় দিন। দিন দিন রাজ্যে বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ এবং জলদূষণ বেড়ে যাচ্ছে। দূষণ কমাতে জনগণকে সচেতন হতে হবে। তা না হলে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। তাই সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রথম কতর্ব্য দূষণ কমাতে হবে।

মেধা অন্বেষনের বিশ্ব পরিবেশে দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। বৃহস্পতিবার কলকাতার প্রিটোরিয়া স্ট্রীটস্থিত ত্রিপুরা ভবনে ৩৫তম বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল ত্রিপুরার স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা। এদিন ত্রিপুরা ভবনের বাগানে, দুটি ফলগাছ রোপন করা হয়। বৃক্ষরোপনে ত্রিপুরা ভবনের সমস্ত কর্মীবৃন্দের উপস্থিতিতে ফলগাছ রোপন করেন ত্রিপুরাভবনের জয়েন্ট রেসিডেন্ট কমিশনার দ্বীপরাজ রায়, বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার রাজ্য কমিটির সদস্য পরীক্ষিৎ দে এবং বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার রাজ্য কনভেনার তথা বাণীবিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক মনোজ রায়। প্রসঙ্গত মনোজ রায়কে বুনিয়াদী-শিক্ষা দফতর থেকে ত্রিপুরার সব বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে কিচেন গার্ডেন এর পরামর্শদাতার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে উনার তত্ত্বধানে রাজ্যের প্রায় অর্ধেক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে কিচেন গার্ডেন রয়েছে। গত তিন বৎসর যাবৎ শিক্ষক মনোজ রায় কলকাতার ত্রিপুরাভবন গুলিতে বৃক্ষরোপন করছেন। বৃক্ষরোপন শেষে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ভবনের জয়েন্ট রেসিডেন্ট কমিশনার দ্বীপরাজ রায় ও শিক্ষক মনোজ রায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে দ্বিপরাজ বাবু পরিবেশ দূষন রুখতে প্লাস্টিক বর্জনের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি বৃক্ষরোপনেও গুরুত্ব দেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - সমাজের কাছে সবসময় দায়বদ্ধ উ বিশ্বে যে সমস্ত সমস্যা মাথাচাড়া দিয়েছে বা যে সব অসুখ সমাজের বুকে গভীর ক্ষত নিয়ে বেড়ে চলেছে সেই সব কারণগুলোকে দূর করতে ও সমাজের কাজে লাগতে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সব সময়ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে।

৫ জুন - বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আমরা উন্নয়নের উদ্দেশে যেভাবে বন, জঙ্গল গাছপালা উজাড় করে চলেছি তাতে অপূরনীয় ক্ষতি হয়ে চলেছে। একদিকে যেমন বিশ্ব উষ্ণায়নের চোখ রাঙানি রয়েছে, তেমনি বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে নানা ঝুঁকির সামনাসামনি হচ্ছি আমরা। পুরো পরিস্থিতিটা এক প্রকার চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এই বছর, ৫ই জুন ২০২৫ - বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের পরিবেশকে বিশ্ব উষ্ণায়নের চোখ রাঙ্গানি থেকে বাঁচাতে এবং পরিবেশকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এক বিশেষ সতর্কতামূলক প্রচার চালানোর প্রয়াস নিয়েছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। আমাদের আগামীকে এক সুন্দর সবুজের আবরণে ঢেকে দিতে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে এবং এটি করার জন্য সংস্থার তরফ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় ও কোলকাতাতে, এই সংস্থা বিভিন্ন স্তরে "বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ বিতরণ' এর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়, ওয়ারেংবাড়ি, ত্রিপুরা ও বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যামন্দির, সুন্দরবনে গাছ লাগানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবনের শতাধিক গ্রামবাসীদের মধ্যে তাড়াতাড়ি বড় হওয়া এক বিশেষ প্রজাতির নারকেল চারা বিতরন করা হয়েছে। তাঁদের থাকার জায়গাটা একটু সবুজ করে তুলতে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহ নিয়ে বৃক্ষরোপণ করে এবং বিশেষ করে শিশুরা রোপণ করা গাছের দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে। উদ্দেশ্য হল, এই কাজটি নিরন্তভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং বিশ্বের জন্য একটি সবুজ বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas